পীর মুরিদী তত্ত্ব

(প্রথম ভাগ)

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন,
এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,
ফকিহ্ শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার"
প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
চতুর্থ মুদ্রণ - ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد واله صحبه اجمعين.

পীর-মুরিদী তত্ত্ব

প্রথম ভাগ

প্রশ্ন— তরিকত শিক্ষা করা ও পীরের আশ্রয় গ্রহণ করা কি?

উত্তর— কাজি ছানাউল্লাহ পানি পতি 'এরশাদোত্তালেবিন' কেতাবের ১৩/১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

طلب طریقت وسعی کردن برای تحصیل کمالات باطنی واجب است پحرا که حق تعالی میفرمايد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته الخ.

তরিকত চেষ্টা করা ও বাতেনি কামালাত হাছেল করার জন্য চেষ্টা চরিত্র করা ওয়াজেব, কেননা আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন, হে ইমানদারগণ, তোমর আল্লাহ্ তায়ালার অপছন্দনীয় কার্য্য গুলি হইতে পূর্ণভাবে পরহেজ কর অর্থাৎ পূ পরহেজ গারির জন্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে কোন আকিদা ও স্বভাব আল্লাহ্ তায়ালা মর্জ্জির বিপরীত না হয়। আদেশ সূচক শব্দে ওয়াজেব হওয়া প্রতিপন্ন হয়। পূর্ণ পরহে গারি বেলাএত, ব্যতীত সম্ভব নহে, যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার রিয়া, (سمعه) ছোময়া, গরিমা, উপকার করিয়া প্রকাশ করা ইত্যাদি নফছের সমস্ত অসৎ স্বভাবের হারাম হওয়া কোরান, হাদিছ ও এজমা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে

তৎসমস্ত যতক্ষণ দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পূর্ণ পরহেজগারী সম্ভব হইতে পারে না, ইহা নফছ্ মরিয়া যাওয়ার ও গোনাহগুলি ত্যগ করার উপর নির্ভর করে, ইহাকে পরহেজগারী ও শরীরের পাকি (পবিত্রতা) বলা হয়, ইহা কলবের (অন্তরের) পাকির ফল স্বরূপ যেরূপ হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাকে ছুফিগণ ফানায় কলব বলিয়াছেন। বেলাএতের অর্থ নফছের ফানা হওয়া (মরিয়া যাওয়া) ছুফিগণ বলিয়াছেন, আমরা যে পথ অতিক্রম করিতে চেষ্টাবান আছি উহা সাত কদম অর্থাৎ কলব রূহ, ছের, খফি ও আখ্ফা আলমে আমরের এই পাঁচ লতিফার ফানা হওয়া নফছের ফানা হওয়া ও লতিফার কালেবিয়ার ফানা হওয়া, ইহাকে শরীরের পাক হওয়া বলা হয়। বহু নফল এবাদত করাকেও তাক্ওয়া বলাহয় না। ওয়াজেব কার্য্যগুলি আদায় করা ও নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি হইতে পরহেজ করাকে পরহেজগারী বলা হয়। ফরজ ওয়াজেব গুলি খাঁটি নিয়তে না করিলে অগ্রাহ্য হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, তুমি আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত তাঁহার জন্য দীনকে খালেছ করিয়া আদায় করা।

নিষিদ্ধ বিষয়গুলি হইতে পরহেজ করা নফ্ছের ফানা ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, কাজেই বেলাএতের কামালত হাছেল করা ফরজ প্রতিপন্ন হইল"।

উক্ত কেতাব ৪ পৃষ্ঠা ঃ—

چون طلب کمالات باطنی از واجبات امد بس تلاش هیر کمل مکمل هم از ضروریات گشته که وصول بخدا بی توسل پیر کامل مکمل بس قلیل ست وبسیار نادر مولوی رح میفرماید. (بیت)

نفس زانکشد بغیر از ظل پیر
دامن ان نفس کش محکم بکیر

'যখন বাতেনী কামালাত চেষ্টা করা ওয়াজেব হইল, তখন কামেল মোকাম্মেল পীর অনুসন্ধান করাও ওয়াজেব হল, কেননা কামেল পীরের অছিলা ব্যতীত খোদা প্রাপ্তি অতি দূর্লভ ও দুষ্কর।

মৌলবী রুমি এরশাদ করিতেছেন,—

পীরের ছায়া ব্যতীত নফছকে হত্যা করিতে পারে না, সেই নফ্ছ হত্যাকারীর

আঁচল দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।'

হজরত মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব জাখিরায় কারামতের ৩৭/৩৮/৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

گیارھوان وعظ اس بیان مین کہ پیر کا طلب اور تلاش کرنا طالب پر واجب اور لازم ھے .اب پیر کی طلب اور تلاش کرنی اور پیر پکرنے کی دلیل سنو تفسیر روح البیان مین سورۃ مائدہ کی اس ایت یا ایہا الذین امنوا التقوا اللّٰہ وابتغوا الیہ الوسیلہ الخ کی تفسیر مین فرماتے ھین اور جان لوگہ اس ایت کو یمہ نے وسیلہ کی طلب کرنے کے حکم کو کھول کے بیان کیا اور ضرور وسیلہ کا طلب کرنا خواہ اسواسطے کہ اللّٰہ سے ملنا بغیر وسیلہ کے حاصل نہین ھوتا. اور وہ وسیلہ کون ھے ولماء حقیقت کے اور مشائخ طریقت کے انتھی اس تفسیر سے صاف سمجھا گیاکہ وی علما جنکو علم احکام اور علم اسرار دونون حاصل ھے اور مرشدی کا رتبہ انکو ملا ھے اور صوفیہ کے طریقہ مین وی داخل ھین وی لوگ وسیلہ ھین تو جس شخص مین یہ صفت موجود نہین اسکو مرشد مقرر کرنا ایت کے خلاف ھے جسے بی پیر رھتا أیت کے خلاف ھے.

"একাদশ ওয়াজ—পীরের অনুসন্ধান করা তালেবের পক্ষে ওয়জেব ও লাজেম হওয়ার বিবরণ।

এক্ষণে পীরের অনুসন্ধান করার ও পীর ধরার দলীল শ্রবণ কর। তফছিরে রূহুল বায়ানে ছুরা মায়েদার یاایہا الذین امنوا اتقوا اللّٰہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. এই আয়াতের তফছিরে বর্ণিত হইয়াছে, তুমি জান যে, এই আয়েতে করিমা অছিলা চেষ্টা করার হুকুম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছে, অবশ্যই অছিলা চেষ্টা করিবে, কেননা

বিনা অছিলা খোদা প্রপ্তি সম্ভব হইবে না, হাক্কিকতের আলেমগণ ও তরিকতের পীরগণ সেই অছিলা।

এই তফছিরে বুঝা যাইতেছে যে, যে আলেমগণ শরিয়ত ও মারেফাতের উভয় এলম হাছেল করিয়াছেন, মুশিদীর দরজা লাব করিয়াছেন এবং ছুফিগণের তরিকাতে দাখিল হইয়াছেন, তাহারাই অছিলা। যে ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ পাওয়া না যায়, তাহাকে মুর্শীদ (পীর) স্থির করা এই আয়েতের খেলাফ— যেরূপ বিনা পীরে থাকা এই আয়াতের খেলাফ "। হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবির (রঃ) মলফুজাত 'ছেরাতুম মোস্তক্বীম' কেতাবে ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

مرشد بلا ریب وسیله راه خدائے تعالیٰ است قال الله تعالی یاایها الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای مومنان پرهیز کنید از خدا وطلب کنید بسوی وی وسیله را وجهاد کنید در راه وی شاید کی سما رستگار شوید. درین ایت برای فلاح چهار چیز مقرر فرموده ایمان وتقوی وطلب وسیله وجهاد در راه وی اهل سلوک این ایت را اشارت بسلوک می فهمند وسیله مرشد را میدانند پس تلاش مرشد بنابر فلاح حقیقی پیش از مجاهده ضروری است وسنة الله برهمین منوال جاری آست لهذا بدون مرشد راه یابی نادر است.

পীর বিনা সন্দেহে খোদা প্রাপ্তি পথের অছিলা। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার ভয় কর, তাঁহার দিকে পৌছিতে অছিলার (মধ্যম) অন্বেষণ কর, এবং তাঁহার পথে চেষ্টা-চরিত্র কর, বিশেষ সম্ভব তোমরা নাজাত প্রাপ্ত হইবে।'

এই আয়াতে চারিটি বিষয় নাজাতের পথ স্থির করা হইয়াছে ইমান, পরহেজগারি, অছিলা চেষ্টা করা ও খোদা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা।

তরিকতরে পীরগণ এই আয়াতে তরিকতের প্রতি ঈশারা বুঝিয়া থাকেন এবং

অছিলা পীরকে জানিয়া থাকেন, কাজেই প্রকৃত নাজাত লাভ ও মতলব সিদ্ধির জন্য রিয়াজতের পূর্ব্বে পীরের অনুসন্ধান করা জরুরি (ওয়াজেব) পীর ব্যতীত খোদা প্রাপ্তি অতি দুরূহ ব্যাপার— ইহাই খোদার প্রচলিত বিধান।"

মাওলানা শাহ অবদুল আজিজ দেহলবী ছাহেব তফছিরে আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

انانکه اطاعت آنها بحکم خدا فرض است شش گروه اند از الجمله مجتهدین شریعت وشیوخ طریقت اند که حکم ایشان بطریق واجب مخیر لازم الاتباع است برعوام امر زمرا که فهم قاسرار شریعت ودقائق معرفر ایشان را میسر است فاسئلوا امل الذکر ان کنتم لا تعلمون.

যাহাদের তাবেদারি করা খোদার হুকুমে ফরজ, তাঁহারা ছয় দল। তন্মধ্যে শরিয়তের মোজতাহেদগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল, তাঁহাদের একজনের হুকুম মান্য করিয়া লওয়া সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ওয়াজেব, কেননা শরিয়াতের গুপ্ততত্ত্বগুলি ও মা'রেফাতের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি বুঝা তাঁহাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইয়াছে। (ইহার প্রমাণ এই আয়াত) যদি তোমরা না জান, তবে আহলে, জেকরের নিকট জিজ্ঞাসা কর।'

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) ও এন্তেবাহ-ফি ছালাছেলে আওলিয়াল্লাহ' কেতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেদ,—

فی رسالة المکیة من لا شیخ له فالشیطان شیخه.

'রেছালায় মক্কিয়াতে আছে যাহার কোন পীর নাই, শয়তানই তাহার পীর।'

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব 'নূরোন আলা নূর' কেতাবের ৯৮ পৃষ্ঠায় অবিকল উক্ত কথা লিখিয়াছেন।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৫৭ পষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

شیخ اپنے قوم اور گروہ مین ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت مین.

এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে আলফে ছানি (রহঃ) স্বীয় মকতুবাতের ১/২৩৮

পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

الشيخ فى قومه كالنبى فى امته.

" পীর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ নবী নিজের উম্মতের মধ্যে।'
এমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন—

من تصرف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه و لم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق.

যে ব্যক্তি তাছাওয়াফ শিক্ষা করিয়াছে এবং ফেকাহ (শরিয়তের জরুরি মছলা) শিক্ষা না করিয়াছে, সে ব্যক্তি বড় কাফের হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি ফেকাহ শিক্ষা করিয়াছে এবং তছাওয়াফ শিক্ষা না করিয়াছে, সে ব্যক্তি ফাছেক হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি উভয় বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তি মোহাক্কেক হইয়াছে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, তরিকত শিক্ষা করা ও তরিকতের পীর অন্বেষণ করা ওয়াজেব।

প্রশ্ন ঃ পীরের কয়টি শর্ত্ত আছে?

উত্তর ঃ শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী যিনি হজরত মোজাদ্দে সৈয়দ আহমদ বেরেলবি দাদা পীর ও ওস্তাদোল-হিন্দ ছিলেন, তিনি কওলোল জামিল কেতাবের ১৩-১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

فشرط من ياخذ البيعة امور احدها علم الكتاب والسنة ولا اريد المرتبة القصوى بل يكفى من علم الكتاب ان يكون قد ضبط تفسير المدارك اوالجلالين او غير هما ومن السنة ان يكون قد ضبط وحقق مثل كتاب المصابيح (الى) اللهم الا ان يكن رجل صحب العلماء الا تقياء دهرا طويلا وتادب عليهم وكان متفحصا عن الحلال والحرام وقاما عند كتاب الله وسنة رسوله فعسى ان تكفية ذلك.

"যে ব্যক্তি বয়য়ত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার উপর কয়েকটি শর্ত্ত আছে,

তন্মধ্যে প্রথম শর্ত্ত কোরআণ ও হাদিছের এলম্ আমার উদ্দেশ্য উচ্চ ধর[illegible]র এল[illegible] নহে বরং কোরআনের এলম ইহাই যথেষ্ট হইবে যে, সে ব্যক্তি তফছিরে [illegible]মাদারেব তফছিরে জালালাএন কিম্বা এইরূপ কোন একখানা তফছির আয়ত্ত্ব কর[illegible] থাকে[illegible] হাদিছের মধ্যে ইহাই যথেষ্ট হইবে যে, মাছাবিহ কেতাবের কোন একখান[illegible] কেতা[illegible] আয়ত্ত্ব ও তাহকিক করিয়া থাকে। ইহা অভাবে এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পরহেজগা[illegible] আলেম গণের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাদের নিকট আদব শিক্ষা করিয়া থাকে, হালাল [illegible] হারামের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তায়ালার কোরআন ও রছুলের হাদিছে[illegible] সমধিক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে, ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

والشرط الثانى العدالة والتقوى فيجب ان يكون مجتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائر والشرط الثلث ان يكون زاهدا فى الدنيا راغبا فى الاخرة مواظبا على الطاعات المؤكدة والاذكار على تعلق لقلب بالله سبحانه وكان ياد داشت له ملكة راسخة.

দ্বিতীয় শর্ত্ত সত্যপরায়ণ ও পরহেজগার হওয়া কাজেই তাহার পক্ষে কবির গোনাহগুলি হইতে পরহেজ করা এবং ছাগিরা গোনাহগুলির উপর জেদ করিয় আকড়াইয়া ধরিয়া না থাকা ওয়াজেব।"

তৃতীয় শর্ত্ত এই যে, সে ব্যক্তি দুনিয়ায় অল্পেতুষ্ট হয়, আখেরাতের দি[illegible] আগ্রহকারি হয়, ছহিহ ছহিহ হাদিছগুলিতে যে সমস্ত তাকিদী এবাদত ও জেকর আজকা[illegible] উল্লিখিত হইয়াছে, সর্ব্বদা তৎসমস্ত আদায়কারি হয়, সর্ব্বদা আল্লাহ্ তায়ালার ধেয়ান মন নিবিষ্ট কারি হয় এবং "ইয়াদ দাস্ত" এর পূর্ণ অয়ত্ত্বকারি হয়।

والشرب الرابع ان يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مستبدا برأيه لا امعه ليس له رى ولا امر ذا مروة وعقل تام ليعتمد عليه فى كل ما يأمر به وينهى عنه.

চতুর্থ শর্ত্ত এই যে, সে ব্যক্তি সৎকার্য্যের আদেশ প্রদানকারি অসৎ কার্যে নিষেধকারি স্বাধীন চেতা, মনুষ্যত্ত্ব বিশিষ্ঠ ও পূর্ণ জ্ঞানী হয়, অস্থির মতি না হয়। তা[illegible] হইলে তাহার প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে।"

والشرط الخامس ان يكون صحب المشائخ وتادب بهم دهرا طويلا وخذا منهم النور الباطن والسكينة وهذا لان سنة الله جرت بان الرجل لا يفلح الااذ رأى المفلحين كما ان الرجل لا يتعلم بصحبة العلماء وعلى هذا القيس غير ذلك من صناعات .

পঞ্চম শর্ত্ত এই যে, ব্যক্তি পীরদিগের সঙ্গ লাভ করিয়া বহু জামানা পর্য্যন্ত তাঁহাদের দ্বারা আদব শিক্ষা করে এবং তাঁহাদের নিকট বাতেনি নূর ও অন্তরের শান্তি লাভ করে, কেননা আল্লাহ্ তায়ালার বিধান এইরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় উদ্দেশ্যে সাধন করিতে পারে না, যতক্ষণ না সে উদ্দেশ্য প্রাপ্ত লোকদিগের সাক্ষাৎ লাভ করে, যেরূপ কেহ আলেমগণের সঙ্গ লাভ ব্যতীত এলম শিক্ষা করিতে পারে না, এইরূপ অন্যান্য শিল্পগুলির অবস্থা হইয়া থাকে।

ولا يشترط فى ذلك ظهور الكرامات والخوارق ولا ترك الا كتساب لا الاول تمرة المجاهدات لا شعط الكمال والثانى مخالف للشرع ولا تفتر بما فعله المغلوبون فى الحوالهم . المانور القناعة بالقليل والورع من الشبهات انتهى مخلصا .

কারামত ও অলৌকিকতা কার্য্য-কলাপ প্রকাশিত হওয়া ও জীবিকা অন্বেষণ ত্যাগ করা পীত্বের শর্ত্ত নহে, কেননা প্রথম বিষয়টি (কারামত প্রকাশিত হওয়া) তরিকতের কঠোর পরিশ্রমের ফল, উহা কামেল হওয়ার শর্ত্ত নহে। দ্বিতীয় বিষটি (জীবিকা অন্বেষণ ত্যাগ) শরিয়তের খেলাফ। মজযুব (আত্ম- হারা) দরবেশগণের কার্য্য দ্বারা প্রতারিত হইওনা। (পীরত্বের শর্ত্ত সম্বন্ধে) ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, অল্প (হালাল মাল) লইয়া তুষ্ঠ থাকা এবং সন্দেহের টাকা কড়ি ও খানা পেনা হইতে পরহেজ করা।"

প্রশ্ন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কেবল এলম- জাহেরী শিক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু তরিকত ও মা'রেফাতের এলম শিক্ষা না করিয়া থাকেন। তবে তাঁহার নিকট বয়য়ত করা জায়েজ হইবে কি না ? যে ব্যক্তি শরিয়তের কোন জরুরি মছলা মাছায়েল জানেনা, তাহার নিকট বয়য়ত করা জায়েজ হইবে কি না ?

উত্তর ঃ হজরত মাওলানা অলিউল্লাহ ছাহেব পীর হওয়ার জন্য এলমে জাহেরী

ও এলমে বাতেনি এলম শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কেবল এল্‌মে জাহের শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার নিকট বয়য়ত করা জায়েজ নহে।

হজরত মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব জখিরায় কারামতের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد الف ثانی قدس سره اپنے مکتوبات کے جلد اول کے مکتوب دویست وشصت وهشتم مین فرماتے هین . عالم لوگ جو هین سو نبی لوگون کے وارثین هین سو جو علم که انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات سے باقی رها هے دونوع پر هے ایک علم احکام کا دوسرا علم اسرار کا انتهی یعنی فقهاو تصوف اس سے معلوم هوا که جسکو دونون علم نهین هے وه عالم نهین هے اور جب عالم نهین هے تو مرشدی کا رتبه بهی اسکو نهی هے .

হজরত শেখ আহমদ ছারহান্দি মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) নিজের মকতুবাতের প্রথম খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠায় এরশাদ করিয়াছেন, আলেম ব্যক্তিগণ নবিগণের ওয়ারেছ হইতেছেন, যে এলম নবিগণ কর্ত্তৃক বাকি রহিয়াছে তাহা দুই প্রকার — এক এলমে আহকাম, দ্বিতীয় এলমে- আছবার।

মাওলানা বলেন, এলমে-আহকামের অর্থ এলমে- ফেকাহ, এলমে-আছবারের অর্থ তাছাওয়াফ। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তির দুই প্রকার এলম না থাকে, সে ব্যক্তি (প্রকৃত) আলেম নহে। যখন সে ব্যক্তি আলেম নহে, তখন তাহার মুর্শিদীর (পীরত্বের) দরজা লাব হয় নাই।"

আরও জখিরায়ে কারামত,২/২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

اس مضمون سے ثابت هوا که جو شخص دونون علم کا عالم نهین اس سے بیعت کرنا اور اس کو خلافت نامه دینا درست نهین هے جیسا که وهابی لا مذهب لوگ اور فرائض خارجی لوگ اور

(شعر)

خيالات نادان خلوت نشين

بهم بر كند عاقبت كفرو دين

اور فقيه زاهد خشك نور باطن اور بركات قلبيه سے نا واقف اور ظاهرى محدثين فهم دقيق اور مغز شريعت سے محروم اور غاليان اصحاب معقول اكثر عقايد اسلاميه مين مترددد يا منكر اور بركات ايما اور نور عبوديت سے بيگانى بخلاف اس مرد كامل الوجود كے جو كمالات ظاجعه اور باطنه كى جامعيت سے مجمع البحار اور مطلع انوار هو كر وارث سد الابرار هے ايسے فرس كامل كى صحبت كيمياى شعادت هے.

হাফেজ শিরাজি (রঃ) বলিয়াছেন, (শ্লোক) পীরে ছোহবতের প্রথম উপদেশ এই কথা তরিকত অনভিজ্ঞ সহচর হইতে পরহেজ কর।

জাহেল ছুফি ও- বে এলম দরবেশ বেদয়াত ও কোফর হইতে অতিকম শূন্য থাকে।

ছা'দী (রঃ)বলিয়াছেন, নির্জ্জন বাসাবলম্বী অনভিজ্ঞ (জাহেল) ব্যক্তির চিন্তাধারা পরিণামে কোফর ও দ্বীনকে মিশ্রিত করিয়া ফেলে।

"শুষ্ক ফকিহ বাতিনী নুর ও আন্তরিক বরকত সমূহ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। কেয়াছ অমান্যকারী মোহাদ্দেছগণ সূক্ষ্ম জ্ঞান ও শরিয়তের মূল তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত, ন্যায়ের সীমা অতিক্রমকারী মন্তেক ও ফলছেফ। তত্ত্ববিদগণ অধিকাংশ ইছলামি আকায়েদ সম্বন্ধে সন্ধিহান কিম্ব অস্বীকারকারি, ইমানের বরকত ও বন্দিগীর নুর হইতে অনভিজ্ঞ, পক্ষান্তরে যে কামেল মনুষ্য জাহেরী ও বাতিনী কামালাতের যোগে সমুদ্রগুলির সঙ্গ মস্থল ও নুর সমূহের উদর স্থল হইয়া সৈয়দল- আবরারের ওয়ারেছ হইয়াছেন, এঙ্গরূপ কামেল ব্যক্তির অস্তিত্ব সৌভাগ্যর স্পর্শ মণি।"

প্রশ্ন— যে ব্যক্তি মজযুব হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কিনা?

করিতে সংলিপ্ত হইলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে উহার দায়িত্ব ... ত বাহির হইয়া গেলেন।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা শরিয়তের জরুরি মছলা ও ত... দা কিছুই অবগত নহে, এইরূপ জাহেল ব্যক্তি পীর হইতে পারে না।

শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল -জামিলের ১৪/১৫ পৃষ্ঠায় লি...াছেন;—

আমি এই হেতু এলমকে (পীরত্বের) শর্ত্ত স্থির করিয়াছি যে, বয়য়তের উদ্দেশে মুরিদকে সৎকার্য্যের আদেশ করা, অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করা, বাতিনি শক্তি (তরিকতের ও মা'রেফাত) হাছেল করার, অসৎ স্বভাবগুলি ত্যাগ করার ও সৎস্বভাবগুলি হাছেল করার পথ দেখান। তৎপরে মুরিদের তৎসমস্ত বিষয় আমল করা। যে ব্যক্তি (এই সমস্তের) এলম না জানে, তাহার দ্বারা উক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে?

আরও তিনি কওলোল- জামিলের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

منها ان لا يصحب جهال الصوفية لا جهال المتعبدين ولا المتقشفة من الفقهاء ولا الظاهرية من المحدثين ولا الفلاة من اصحاب المعقول والكلام بل يكون عالما صوفيا زاهدا فى الدنيا دائم التوجه الى الله.

আমার অছিয়তের মধ্যে একটি এই জাহেল ছুফিগণের, জাহেল আবেদগণের শুষ্ক ফকিহগণের কেয়াছ অমান্যকারি মোহাদ্দেছগণের এবং সীমা অতিক্রমকারি মন্তে ফালছফা তত্ত্ববিদ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ আলেমগণের সঙ্গলাভ করিবে না, বরং এইরূপ আলেমের সঙ্গলাভ করিবে— যিনি ছুফি (তাছাওয়াফ পন্থী) দুনইয়ায় জাহেদ (অল্পতুষ্ট) ও আল্লাহ্ তায়ালার জেকরে সর্ব্বদা মনঃনিবিষ্টকারি হয়েন।"

কওলোল-জামিলের টীকা,১১১ পৃষ্ঠা;—

حافظ شيراز عليه الرحمة نے فرمايا شعر نخست موعظت پير صحبت اين سخن است. كه از محب ناجنس احتراز كنيد. صوفى جاهل اور عابد بى علم بدعت اور الحاد سے كمتر خالى هوتا هے. سعدى عليه الرحمه الرحمة نے فرمايا.

وجودیه لوگ هین اور بدعتی پیر زادے لوگ اگر دونون علم اور رتبه مشیخت سے محروم هین تو انسے بهی بیعت کرنا درست نهین.

এই মর্ম্ম হইতে প্রতিপন্ন হইল যে, যে ব্যক্তি দুই এলমের আলেম নহে, তাহার নিকট বয়য়ত করা এবং তাহাকে খেলাফত নামা দেওয়া জায়েজ নহে, যেরূপ অহাবি, লা-মজহাবিগণ, ফারাএজি (বেজুমা) খারিজিগণ এবং অজুদিয়া ফকিরগন। যদি বেদয়াতি পীরজাদাগণ দুই প্রকার এলম ও পীরত্বের দরজা হইতে বঞ্চিত থাকে, তবে তাহাদের নিকট বয়য়ত করা জায়েজ নহে।"

আরও তিনি উহার পরে লিখিয়াছেন ঃ—

هان جس شخص نے درسی کتابین نه پرها هو مگر بهت مدت تک دونون علم کے متقی علما کی صحبت مین رهکے سارے مسائل سے واقف هو گیا هو تو ایسا شخص مرشد هو سکتا هے ان مضمون کی تصریح قول الجمیل مین دیکهو.

"অবশ্য যে ব্যক্তি পাঠ্য কেতাবগুলি না পড়িয়া থাকে, কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত (জাহেরী ও বাতেনী) দুই এলমের পরহেজগার আলেমগণের সঙ্গলাভ করতঃ এলমের মছলাগুলি অবগত হইয়া থাকে, তবে এইরূপ ব্যক্তি পীর হইতে পারে, এই মর্ম্মের স্পষ্ট বিবরণ কওলোল-জমিলে দেখ।"

আরওয়ারেফ, ৯৭ পৃষ্ঠাঃ—

انما شرطنا العلم الغرض من البیعة امره بالمعروف ونهیه عن منکر وارشاده الی تحصیل السکینة الباطنة وازالة الرزائل واکتساب الحمائد ثم امتثال المسترشد به فی کل ذلک فمن لم یکن عالما کیف یتصور منه هذا.

" নিশ্চয় ছুফি পীরগণ ও সংসার বিরাগী আখেরাতের আলেমগণ ফরজ পরিমাণ এলম চেষ্টা করিতে সাধ্য সাধনা করিয়া আদেশ ও নিষেধ (উপদেশ) প্রদান

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে, হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি (রঃ) চতুর্থ শর্ত্ত উল্লেখ করা স্থলে পীরের সজ্ঞান হওয়া জরুরি লিখিয়াছেন, **ইহাতেই বুঝা** যায় যে, মজযুবের নিকট বয়য়ত করা জায়েজ নহে।

হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব নূরোন- আলা নূর কেতাবের ৮১ পৃষ্ঠায় লিকিয়াছেন—

খাঁটি মজযুব ব্যক্তি পীর হওয়ার যোগ্য নহে।"

প্রশ্ন ঃ— যে ব্যক্তি পীরি-দাবি করতঃ সঙ্গীত বাদ্য করিতে থাকে, মুরিদদিগের নিকট হইতে ছেজদা লইতে থাকে, বেগানা স্ত্রীলোকদিগের হাত ধরিয়া **মুরিদ করিতে থাকে বা তাহাদের খেদমত** লইতে থাকে, নাচানাচি লাফালাফি করা ও **হাতে তালি দেওয়া** কিম্বা অতিরিক্ত উচ্চ শব্দে জেকর করা শিক্ষা দিয়া থাকে, **সে ব্যক্তির নিকট বয়য়ত করা জায়েজ হইবে কিনা ?**

উত্তর ঃ— হজরত মাওলানা অলিউল্লাহ ছাহেব পীরত্বের দ্বিতীয় শর্ত্তে পীরের পরহেজগার হওয়া জরুরি বলিয়া লিখিয়াছেন। প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি উক্ত হারাম ও গোনাহ কবিরাগুলি করার জন্য পরহেজগার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, কাজেই তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জয়েজ নহে।

হজরত মোজাদ্দেদে-আলফে ছানি মকতুবাতের ১/৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

كل حقيقة ردته الشريعة فهو زندقة.

যে কোন হকিক্‌ত শরিয়ত উহা রদ করিয়া দেয়। উহা বড় কাফেরী।'

হজরত বড়পীর ছাহেব ফতুহোল-গায়েব কেতাবের ১৮০পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فارجع الى حكم الشرع والزمه دع عنك الهوس كل حقيقة لا يشتهد لها الشرع فهى زندقة.

"তুমি শরিয়তের হুকুমের দিকে রুজু করা, উহা লাজেম করিয়া লও, তোমার মনের কুকামনা ত্যাগ কর। শরিয়ত যে হকিকতকে সপ্রমাণ নাকরে, উহা বড় কাফেরি।"

শায়ারেকেমক্কিয়া ৯৫/৯৬ পৃষ্ঠা;—

قد صرضوابان الحقيقة موافقة بالشريعة فى العقائد والاصول وليست احدهما خارجة عن الاخرى حتى قالوا ان كل حقيقة لا يشهد لها الشرع فهى زندقة كما ذكره الشيخ عبد القادر الجيلانى

رضی اللہ عنه فی الفتوح وشیخ الشیوخ قدس سره فی العوارف قال الغوث الاعظم رضی اللّٰه عنی فی ملفوظاته الشریفة من لم یکن الشرع رفیقه فی جمیع الحواله فهو هالک من الهالکین.

"পীরগণ প্রকাশ করিয়াছেন আকায়েদ ও শরিয়তের মূল বিষয়গুলিতে হকিকত শরিয়তের মোয়াফেক, এতদুভয়ের একটি দ্বিতীয়টি হইতে পৃথক নহে। এমন কি তাহারা বলিয়াছেন যে, শরিয়ত যে কোন হকিকতের দলীল নহে। উহা বড় কাফেরি ইহা শেখ আবদুল কাদের জিলানি (রঃ) ফতুহোল গায়েব কেতাবেও শায়খোশ শয়ুখ (ফঃ) আওয়ারেফ কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। গাওছোল -আজম (রঃ) নিজের মলফুজাত শরিফে বলিয়াছেন, সমস্ত অবস্থায় শরিয়ত যাহার সাক্ষকারী না হয়, সে ব্যক্তি বিনষ্ট লোকদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে।

তরিকায় মোহাম্মদী, ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা ঃ—

قال جنید البغدادی الطرق کلها مسدودة الاعلی من اقتفی اثر الرسول صلی اللّٰه علیه وسلم وقال لم یحفظ القران ولم یکتب الحدیث لا یقتدی به فی هذا الامر لان علمنا ومذهبنا هذا مقید با لکتاب وسنة.

" জনাএদ বোগদাদি (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাছুল (ছাঃ) এর পয়রবি করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্য দিগের উপর সমস্ত তরিকার পথ রুদ্ধ।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআনের আহকামের রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়াছে এবং হাদিছের আহকাম সংগ্রহ না করিয়াছে খোদা প্রাপ্তিতত্ত্বে তাহার তা'বেদারি করা যাইবে না, কেননা আমাদের এই এলম ও মজহাব কোরআন ও হাদিছের সহিত সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।"

আরও উক্ত কেতাব, ১/১৪৮ পৃষ্ঠা;—

وقالو لو نظر تم لی رجل وقد اعطی من الکرامات حتی تربع فی الهواء فلا تغتروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الامر والنهی

وحفظ الحدود واداء الشريعة.

আরও পীর আবু এজিদ বস্তামি বলিয়াছেন, যদি তোমরা এক ব্যক্তিকে দেখ সে ব্যক্তি বহু কারামত প্রদত্ত হইয়াছে, এমন কি সে শূন্য পথে চারি জানু বসিয়া থাকে, তবে তাহার দ্বারা প্রতারিত হইওনা (তাহাকে ওলি বলিয়া বিশ্বাস করিওনা) যতক্ষণ (না) তোমরা তদন্ত করিতে পার, তোমরা তাহাকে আদেশ নিষেধ পালন করিতে, (শরিয়তের) সীমা সমূহ রক্ষা করিতে ও শরিয়ত বজায় করিতে কিরূপ পাইতেছ?

আরও ১৪৬ পৃষ্ঠা ;—

قال السرى السقطى التصوف اسم لثلاثة معان وهو الذى لا يطفى نور معرفته نور ورعه لا يتكلم بباطن فى علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والثالث لا تحمله الكرمات على هتك محارم الله تعالى.

"ছরিইয়োছ ছক্‌তি- বলিয়াছেন, তাছওয়ফ তিনটি বিষয়কে বলা হয়, প্রথম তাহার মা'রেফাতের নুর যেন পরহেজগারির নুরকে নির্ব্বাপিত করিয়া না দেয় দ্বিতীয় এলমে তাছাওয়ফ সম্বন্ধে এরূপ কথা না বলে যাহা কোরআনের স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত হয়। তৃতীয় কারামতগুলি তাহাকে আল্লাহ্ তায়ালার হারাম কার্য্যগুলি করিতে উত্তেজিত না করে।

আরও উহার ১৫০ পৃষ্ঠা;—

قال ذو النون المصرى ومن علامات المحبة لله تعالى متابعة حبيب لله محمد عليه الصلوة السلام فى اخلاقه وافعاله واوامره سننه.

" জোননুন মিস্রি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বতের চিহ্ন রীতি নীতি কার্য্য, আদেশ ও ছুন্নতগুলিতে হবিবে- খোদা মোহাম্মদ (ছাঃ) এর তাবেদারি করা।

আরও ১৫১ পৃষ্ঠাঃ—

قال بشر الحافى رأيت النبى ﷺ فى المنام فقال لى يا بشر هل تدرى لم رفعك الله تعالى من بين اقرانك قلت لا يا رسول الله قال

باتباعك لسنتي وخدمتك الصالحين ونصيضتك لا خوانك ومحبتك لا صحابى واهل بيتي وهو الذى بلغك منازل البرار.

"বেশ্‌রহাফি বলিয়াছেন, আমি নবী (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, হে বেশর, তুমি জান কি, কি জন্য আল্লাহ তোমাকে তোমার সমসাময়িক গণেরমধ্যে উন্নত করিয়াছেন? আমি বলিলাম, —না ইয়া রাছুলে খেদা। হজরত বলিলেন, তুমি আমার ছুন্নতের তা'বেদারি নেককারদিগের খেদমত, তোমার ভ্রাতাগণের কল্যাণ কামনা, আমার ছাহা'বা ও বংশধরগণের মহব্বত করিয়া থাক, এই হেতু তিনি তোমাকে নেক্কারদিগের দরজাতে উন্নত করিয়াছেন।"

আরও ১৫২ পৃষ্ঠা ঃ—

قال ابو سعيد الخراز كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل.

আবুছদি খার্‌রজ বলিয়াছেন, যে এলমে-বাতিন শরিয়ত তাহার বিপরীত হয়, উহা বাতীল।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

قال محمد بن الفضل ذهاب الاسلام من اربعة لا يعملون بما يعلمون ويعملون بما لا يعلمون ولايتعلمون ما يعملون والناس من التعلم يمنعون.

" মোহাম্মদ বেনেল ফজল বলিয়াছেন, চারিটি বিষয় দ্বারা ইছলাম ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, প্রথম (আলেমগণ) যাহা শিক্ষা করিয়া থাকেন, উহার উপর আমল করেন না।

দ্বিতীয় (জাহেল ছুফিগণ) এইরূপ বিষয় আমল করিয়া থাকে, যাহারা এলম সঞ্চয় না করিয়াছে।

তৃতীয় তাহারা যে এলমে-হালের প্রতি আমল করিয়া থাকে, তাহা আলেমগণ ও কোরআন হইতে শিক্ষা করে নাই। চতুর্থ এলম শিক্ষা করিতে লোকদিগকে নিষেধ করিতে থাকে।"

হজরত পীরান- পীর ছাহেব ছের্‌রোল- আছরার কেতাবের ২/১৬৮-১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

وهم اثنى عشر صنفا الصنف الاول السنيون وهم الذى اقوالهم

وافعالهم موافقة للشريعة و الطريقة جميعا وهم اهل السنة والجماعة و البواقى بدعيون الخ.

'ফকিরেরা বার দল, প্রথম দল ছুন্নি, ইহাদের কথা ও কার্য্য শরিয়ত ও তরিকত উভয়ের মোয়াফেক, ইহারা ছুন্নত অলজামায়াত সম্প্রদায়, অবশিষ্টগুলি বেদায়াতি। প্রথম ফেরকার নাম খলুলিয়া, দ্বিতীয় হালিয়া, তৃতীয় আওলিয়াইয়া, চতুর্থ শেমরানিয়া, পঞ্চম হোব্বিয়া, যষ্ট হুরিয়া, সপ্তম এবাহিয়া, অষ্টম মোতাকাছেলা, নবম মোতাজাহেলা, দশম ওয়াকেফিয়া ও একাদশ এলহামিয়া।

فمامذهب الخلولية فانهم يقولون النظر الى بدن الجميلة والامرد حلال فيرقصون و يدعون التقبيل والمعانقة مباح وهذا كفر محض واما الحالية فانهم يقولون الرقص وضرب اليد حلال ويقولون للشيخ حالة لابعبر عنه الشرع وهذا بدعة ليس فى سنة رسول الله ﷺ واما الاوليائته فانهم يقولون اذا وصل العبد الى مرتبة الاولياء فتسط عنه تكاليف الشرع وقولون الولى افضل من النبى وهذا التاويل خطاء وهم هلكوا بذلك الاعتقاد وهذا كفرايجا . واما الشمرانية فانهم يقولون الصحبة قديمة وبها يسقط الامر والنهى ويحلون الدف والطنبور وباقى الملاهى ولاحلال بينهم من خهة النساء وهم كفار ودمهم مباح واما الاباحية فانهم يتركون الامر بالمعروف النهى عن المنكر ويحلون الحرام ويبيحون النساء.

- খলুলিয়ার মত এই যে, নিশ্চয় তাহারা বলিয়া থাকে যে, সুন্দরী স্ত্রীলোক ও দাড়ীবিহীন বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল, তাহারা নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া থাকে, চুম্বন করা ও মোয়ানাকা করা মোব্বাহ হওয়ার দাবি করিয়া থাকে, ইহা খাঁটি কাফেরী। হালিয়া সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, নর্ত্তন কুর্দ্দন করা ও হাতে তালি দেওয়া হালাল,

আরও বলিয়া থাকে, পীরের এই রূপ অবস্থা হইয়া থাকে, যে শরিয়ত উহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা বেদয়াত মত, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর হাদিছে ইহা নাই। আওলাইয়া সম্প্রদায় বলিয়া থাকে, যখন বান্দা আওলিয়া দিগের দরজায় উপস্থিত হয়, তখন শরিয়তের হুকুম উহা হইতে রহিত হইয়া যায় এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে অলি নবী হইতে শ্রেষ্ঠতর, ইহা ভ্রান্তিমূলক মর্ম্ম, তাহারা এই বিশ্বাসের জন্য ধবংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাও কাফেরি মত। সেমরানিয়া সম্প্রদায় বলিয়া থাকে, ছোহবত পুরাতন, ইহাতে আদেশ নিষেধ রহিত হইয়া যায়, তাহারা দফ, তাম্বুরা ও অবশিষ্ট ক্রীড়াসকল হালাল বলিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে (হালাল ও হারামের) বাদ বিচার নাই, তাহারা কাফের, তাহাদের রক্তপাত হালাল।

এবাহিয়া সম্প্রদায় সৎকার্য্য আদেশ ও অসৎকার্য্য হইতে নিষেধ করা ত্যাগ করিয়া থাকে, হারামকে হালাল করিয়া থাকে ও স্ত্রীলোকদিগের সহিত সঙ্গম হালাল বলিয়া থাকে।"

গীতবাদ্য, নর্ত্তন, কুর্দ্দন, হাতে তালি দেওয়া বেগানা স্ত্রীলোকদিগের খেদমত লওয়া, তাহাদের হাত ধরিয়া মুরিদ করা ও মানুষ ছেজদা করা ও অতিরিক্ত আওয়াজে জেকের করা নাজায়েজ ও হারাম হওয়ার প্রমাণ রদ্দে- বেদয়াতে লিখিত আছে।

প্রশ্ন ঃ— যদি কেহ আলেম ও পীরগণের গীবত করিতে থাকে, মুছলমানদিগের মধ্যে দলাদলি বাধাইতে থাকে, নিজেদের ব্যতীত অন্যদিগের নিকট ওয়াজ শুনা ও মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে বলিয়া গরিমা করিতে থাকে, দ্বেষ-হিংসা ছড়াইতে থাকে, তবে সে ব্যক্তি পীর মুর্শিদ হইতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— গীবত করা, ফাছাদ লাগান, দলাদলি সৃষ্টি করা ও দ্বেষ-হিংসা করা গোনাহ কবিরা। আর হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী ছাহেব পীরত্বের দ্বিতীয় শর্ত্তে প্রকাশ করিয়াছেন, পীরের গোনাহ কবিরা হইতে পরহেজ করা জরুরি' কাজেই তাঁহার লেখা অনুসারে এইরূপ ব্যক্তির নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে।

হজরত মাওলানা করামত আলি জৌনপুরী ছাহেব জখিরায় কারামতের ১/১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اور مرشد کامل کی شناخت قول الجمیل مین مرشد کی شرطون
مین عالم هونا اور پرهیز گاری اور عدالت یعنے معتمد اور حافظے

کا پورا ہونا و غیرہ باتیں الخ.

"কওলোল-জমিল কেতাবে কামেল পীরকে চিনিয়া লইতে পীরের শর্ত্তগুলির মধ্যে আলেম হওয়া পরহেজগার হওয়া, বিশ্বাস ভাজন হওয়া, পূর্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হওয়া প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। গুনইয়া তোত্তালেবিনে আছে, হজরত আএশা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, লোকেরা বলিল, ইয়া রাছুলে খোদা, আমাদের সভাসদগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি সমধিক উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ কাহার সঙ্গলাভ করা উত্তম। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, ঐ ব্যক্তি যাহার দর্শন লাভ তোমাদিগকে আল্লাহকে স্মরণ করাইয়া দেয়— অর্থাৎ যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তোমাদের আল্লাহর স্মরণ পড়িয়া যায়। যাহার এলম, ওয়াজ, বয়ান ও তা'লিমে তোমাদের আখেরাতের কথা মনে পড়ে এবং যাহার কথাতে তোমাদের এলম অধিক হয় অর্থাৎ দ্বীনি মছলা শিক্ষা লাভ হয়। এই হেতু অন্তর পাক হওয়ার জন্যই বয়য়ত শুরু হইয়াছে। অন্তর পাক হওয়ার আমল ব্যতীত কেবল বক্তৃতাই যথেষ্ট নহে। এক্ষেত্রে যে পীর সৎ- আমল দ্বারা বিভুষিত নহে, কেবল মৌখিক বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি বয়য়ত করার মূল উদ্দেশ্য পণ্ডকারী ও ধবংসকারি। এই মৰ্ম্ম প্রভেদ (না) করার জন্য এই দেশে বহু লোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি অনেক লোককে দেখিয়াছি, অনুপযুক্ত পীরের নিকট বয়য়ত করিয়া নিজেদের ভাল আকিদা ও জাহেরী এলম নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।"

আরও উক্ত জৌনপুরী হজরত জখিরায় কারামতের ১/৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

مرشد اللہ تعالی کو اپنے مرید کا محبوب اور اپنا پیارا بنا دیتا ھے کفر اور شرک اور برے عقیدے اور حسد وکینہ وغیر گندی چالون سے مرید کے نفس کا تزکیہ کرا کے یعنی نفس کو پاک اور صاف کرا کے. جب تک ھر قسم کے کفر اور شرک اور برے عقیدے اور گندی چال کو نہ چھوڑ یگا تب تک اس نعمت سے محروم رھیگا اور کنویین کی بلی کا جو مسئلہ ھے کہ کنوئین مین اگر بلی مرے اور سڑے اور پھولے نھیی تو بلی کو کنئین سے

نکال پھینک کے ساتھہ دول پانی کنوئین کا نکالدالے کنوان
پاک ہو جائے اور اگر بلی کنوئین مین پری رہے توپانی نکالنا
کچھہ فائدہ نہ کرے. اسی طرح سے جب تک نفس کا تزکیہ
نہوگا کوئی ذکر اور عبادت اور مراقبہ فائدہ نہ کریگا.

পীর কোফর, শেরক, মন্দ আকিদা দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি অসৎ স্বভাবগুলি হইতে মুরিদের নফছকে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র ও ভালবাসা বানাইয়া দেয়। যতক্ষণ সে প্রত্যেক প্রকার কোফর, শেরেক মন্দ আকিদা ও অসৎ স্বভাবগুলি ত্যাগ না করে, ততক্ষণ এই নেয়ামত (তরিকত মা'রেফাত)হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। কুণ্ডার বিড়ালের মছলা এই যে, কুণ্ডাতে বিড়াল মারিয়া গীলয়া ও ফুলিয়া যায়, এক্ষেত্রে যদি কুণ্ডা হইতে বিড়ালটি বাহিরে ফেলিয়া দিয়া উহা হইতে ৬০ ডোল পানি বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তবে কুণ্ডা পাক হইবে। আর যদি বিড়ালটি কুণ্ডাতে পড়িয়া থাকে , তবে পানি বাহির করিয়া ফেলিলে, কোন ফলোদয় হইবেনা। এইরূপ যতক্ষণ নফছকে পাক না করা হয়, কোন জেকর, এবাদত ও মোরাকাবা লাভজনক হইবে না।

আরও তিনি উহার ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

جن مرشدون کی یہ مچال ہے اور جنکی صحبت سے یہ بات
حاصل ہوتی ہے ایسے مرشد جتنے ہین سب کو ہم اپنا پیشوا اور
مرشد جانتے ہین اور ایسا مرشد اولیا اللہ ہین ایسے مرشد سے
عداوت رکھنے والے پرو بال اتا ہے ایسے مرشدون کی شان مین
جوطعن کرے وی خود گمراہ ہے مگر جو مقسد لوگ دنیا
کمانے اور دین مین رخنہ دالنے کے واسطے مرشد بن گئے ہین اور
مرشدون کی چال مذکور کو مٹانا چھتی ہین خدا جا[illegible] وی
مسلمان فاسق ہین یا کسی دوسرے دین والے ہین کہ مس[illegible]مانی

کے پردے مین دین کو متانا چاہتے ہین ہم ان جعلی مرشدون کے حل بد مال سے لوگون کو جبردار کرتے ہین تاکہ مسلمان ان کے فریب کے چال مین نہ پھنسین سوان فریبون نے مرشدی کی چال کو بدلا اور اپنا حق تو مرشد سے پورا بھرلیا اور مرید کا حق مار نہ تو مرید کو رسول اللہ ﷺ کی پوری پوری اتباع سکھائی اور نہ مرید کی نفس کا تزکیہ کرایا۔

" যে পরীগণের এইরূপ নীতি হয় (মুরিদগণকে শেরক, কোফর, মন্দ আকিদা দ্বেষ-হিংসা ইত্যাদি অসৎস্বভাব হইতে পাক করিয়া দেন) এবং যাহাদের সঙ্গলাভে এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এইরূপ যত পীর আছেন, আমি তৎসমস্তকে নিজের অগ্রণী জানি। এইরূপ পীরগণ আল্লাহ্ তায়ালার ওলী, এইরূপ পীরের সহিত বিদ্বেষ পোষণ কারির উপর বালা নাজেল হয়। এইরূপ পীরগণের সম্বন্ধে যাহারা নিন্দাবাদ করে, তাহারা নিজেরাই গোমরাহ, কিন্তু যে ফাছাদিরা দুনইয়া অর্জ্জন ও দ্বীন সম্বন্ধে ফাছাদ নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্যে পীর সাজিয়া বসিয়াছে এবং পীরগণের উল্লিখিত রীতি- নীতি লোপ করিতে চেষ্টা করে, এবং খোদা জানে, ইহারা কি ফাছেক মুছলমান, কিম্বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী যে, ইছলামের অন্তরালে থাকিয়া দ্বীন ইছলাম লোপ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি এইরূপ জাল পীরগণের দূরভিসন্ধির সংবাদ লোকদিগকে অবগত করাইতেছি যেন মুছলমানগণ তাহাদের চক্রের জালে আবদ্ধ না হয়। উক্ত চক্রকারিগণ পীরত্বের রীতিকে পরিবর্ত্তন করিয়াছে, মুরিদের নিকট হইতে নিজের হক পূর্ণভাবে আদায় করিয়া তাহার হক নষ্ট করিয়াছে, না তাহার মুরিদকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর পূর্ণ তাবেদারি শিক্ষা দিয়াছে, আর না মুরিদের নফ্ছকে পাক করাইয়াছে।

আরও তিনি লিখিয়াছেন,—

اور جو لوگ کسی بزرگ اور سچے مرشد کے فرزندون مین ہین اور اس بزرگ کے مذہب اور چال کوبدل ڈالے ہین وہ بھی ان مقسدون مین داخل ہین۔

"আর যাহারা কোন বোজর্গ ও খাঁটি পীরের সন্তান হইয়া উক্ত বোজর্গের মজহাব ও রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহারাও উক্ত ফাছিদ দলের মধ্যে গণ্য।"

আরও জৌনপুরী হজরত উহার ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اور جب کسی کو وہ عالمون اور مرشدون کی شکل بنا کے وعظ
اور نصیحت کرتا ھے اور برا خوش بیان ھے اور لوگون کو مرید
کرتا ھے اور لوگ اس کی طرف رجوع بھی ھین یا اس زمانہ مین
جو لوگ ھادی اور نیک اور نبی ﷺ کے وارث ھین یعنی علم
احکام اور علم اسرر دونون کے عالم اور عامل ھین ان کی غیبت
کرتا ھے اور کنایۃ یا صرحۃ ان سے لوگون کوبی اعتقاد کو دینی
کی باتین کرتا ھے تو اس حال کے دیکھنے کے ساتھہ ھی اسکو
اھل خدمت اور حادی نہ جانو بلکہ اس کے مال کی تلاش کرو
اگر فقہ وقاید کے اور تصوف کے موافق اسکا قول وفعل ھے تو وی
شخص ھادی ھے اور اھل خدمت سے بھی ھو سکتا ھے اور نھین
تو وہ شخص دجالون اور کذابون مین سے ھے اس کی صحبت
سے پرھیز کرو اور اس کے ذلیل اور رسوا کرنے مین دین کی
محافظت کی مدد سمجھو.

"যখন কোন ব্যক্তি আলেম ও পীরগণের বেশ ধরিয়া ওয়াজ নছিহত করে, সুন্দর বক্তৃতা করে এবং লোকদিগকে মুরিদ করে এবং লোকেরা তাহার দিকে রুজু হইয়া থাকে, কিম্বা এই জামানার হাদী, নেক ও নবি (ছাঃ) এর ওয়ারেছ অর্থাৎ এলমে -জাহেরি ও বাতিনি উভয় এলমের আলেম ও আমলকারিদিগের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, লোকদিগকে তাহাদের উপর অভক্তি জন্মাইয়া দিবার জন্য ইশারা ও স্পষ্ট

ভাবে কথা বলিয়া থাকে, এই অবস্থা দেখা মাত্রই উক্ত (নিন্দুক) ব্যক্তিকে ইছলামের খাদেম ও হাদি জানিও না, বরং তাহার অবস্থা অনুসন্ধান কর। যদি ফেক্‌হ, আকায়েদ ও তাছাওফ অনুযায়ী তাহার কথা ও কার্য্য হয় তবে সে ব্যক্তি হাদী ও ইছলামের খাদেমও হইতে পারে। যদি এইরূপ না হয়, তবে সে ব্যক্তি দাজ্জাল ও মিথ্যবাদীদিগের অন্তর্গত হইবে, তাহার সংশ্রব হইতে দূরে থাক এবং এইরূপ ব্যক্তিকে অপদস্থ ও অসম্মান করাতে দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা জান।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝাগেল যে, যাহার অন্তরে অহঙ্কার রিয়া দ্বেষ হিংসা, বদ নিয়ত, ফেরেববাজি, যাহার রসনায় পরনিন্দা ও ফাছাদ মূলক কথা থাকে, সে ব্যক্তি তরিকতের কিছুই লাভ করিতে পারে নাই, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে পীর হওয়া অসম্ভব।

হজরত মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছহেব রফিকোছ- ছালেকিন কেতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

جب تک انسان اپنے سینے سے دسون رزائل یعنی بری خصلتون کو باھر نکال کرنہ پھینکے گا تب تک یہ شغل اور اشغال جپسا کہ چئے فائدہ نہ کرینگے اور ان دسون رزائل کا بیان اس رباعی مین ھے۔

خواگی کہ شود دل توچون ائینہ
دہ چیز برون کن از درون سینہ
حرص وطمع وبخل وحرام وغیبت
کذب وحسد وکبر وریا وکینہ

"যতক্ষন মানুষ নিজের বক্ষ হইতে দশটি অসৎস্বভাব বাহির করিয়া না ফেলিবে ততক্ষণ এই শোগল আশগাল (জেকর আজকার) যথাযথ ভাবে ফলোদায়ক হইবে না, উপরোক্ত চৌপদীতে উক্ত দশটি কুস্বভাবের বর্ণনা আছে। প্রথম উপস্থিত বিষয়গুলি লোভ, দ্বিতীয় অনুপস্থিত কোন সম্ভব বিষয়ের অতি আগ্রহ, তৃতীয় কৃপনতা, চতুঃ হারাম, পঞ্চম গিবত, ষষ্ঠ মিথ্যা, সপ্তম হিংসা, অষ্টম অহংকার, নবম রিয়া ও দশঃ শত্রুতা।

হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলবি ছাহেবের মলফুজাত ছেরাতোম মোস্তাকিম কেতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

از قوی ترین موانع فیض رحمانی و ورود عنایات یزدانی بر سالکین راه حق تلوث نفوس بهیمیه ایشان است برذائل اخلاق مثل بخل وحسد وکبر وحرام وغیبت وکینه وریا وکذب وطمع وحرص . سلف صالح تزکیه ازین رذائل مقدم ترومهم تر میدانستند وانرا صرف بنابر رضاجوئی حق ازدل خود منقلع ومنقمع میکردند تا اثرے ازان باقی نمی ماند و دلهای ایشان مصفی میکردید لهذا مورد عنایات بیغایات می شدند وبهمین تصفیه که رضاء الله تعالی بعمل می اوردند مقبول میکشتند وهو که با وجود طی مراتب سلوک منظبط مورد اثار عنایات نشود اثار این هما رذائل یا بعض ان دروی البته محسوس خواهد بود پس وجود این رذائل مانع ورود عنایات الهی است .

"কৃপনতা, হিংসা, অহঙ্কার, হারাম, গিবত, শত্রুতা, রিয়া, মিথ্যা বর্ত্তমান বস্তুর প্রতি লোভ ও আগমি বিষয়ের অধিক কামনার তুল্য কুস্বভাবগুলির দ্বারা খোদা প্রাপ্তিপথের পথিকগণের পাশবিক নফছগুলির কলুষিত হওয়াই খোদার অনুগ্রহ ও রহমানি ফয়েজ নাজেল হইতে কঠোরতম বাধা জন্মাইয়া থাকে। প্রাচীন নেককারগণ এই কুস্বভাবগুলি হইতে নিজেদের অন্তরকে পরিষ্কার করা সমধিক কর্ত্তব্য ও জরুরী বিষয় জানিতেন এবং আল্লাহতায়ালার সন্তোষলাভ উদ্দেশ্যে উহা নিজেদের অন্তর হইতে সমুলে উৎপাটন করিতেন, এমন কি উহার চিহ্ন বাকি থাকিত না এবং তাঁহাদের অন্তর পরিষ্কৃত হইয়া যাইত, এই হেতু তাহারা বর্ণনাতীত ফয়েজ লাভের আধার হইতেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার সন্তোষ লাভোদ্দেশ্যে যে অন্তর শুদ্ধিলাভ করিতেন, ইহাতেই মকবুল হইয়া যাইতেন? যে ব্যক্তি নিয়মিত ছলুকের দরজাগুলি অতিক্রম করিয়া ও ফয়েজের চিহ্নগুলিলাভের অধিকারী হয় না, নিশ্চয় তাহার মধ্যে তৎসমস্ত অসৎস্বভাব

কিম্বা তৎসমস্তের কতগুলি পরিলক্ষিত হইবে, কাজেই এই অসৎস্বভাবগুলির অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালার ফয়েজ নাজেল হইতে বাধা জন্মাইয়া থাকে।"

উক্ত কেতাব ৭০ পৃষ্ঠা ঃ—

هر مسلمان را از دو چیز پر هیز و اجتناب لازم است اول کبر الخ

"প্রত্যেক মুসলমানকে দুই বস্তু হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব, প্রথম অহঙ্কার, ইহার অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে সমধিক উত্তম ও উন্নত জানে ও সর্ব্বদা নিজের বড়াই ও বোজর্গী প্রকাশের চেষ্টা করে। কেননা এই কুস্বভাব মানুষকে অহঙ্কার ও গরিমার দিকে লইয়া যায়, এই হেতু সমস্ত আমল ও স্বভাব হইতে সমধিক কর্দয্য। হাদিছ শরিফে আছে, যাহার অন্তরে একটি শরিষার বীজ পরিমাণে অহঙ্কার থাকে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

দ্বিতীয় একদল মুসলমানের মধ্যে ফাছাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করা, ইহা বহু প্রকারের হইয়া থাকে, এক গৃহে বিবাদ সৃষ্টি করা এক শহরে বিবাদ লাগান, এক মহাদেশে বিবাদের সৃষ্টি করা, কয়েকটি মহাদেশে ফাছাদ লাগান, একযুগের ফাছাদ, দুইযুগের ফাছাদ ও বহুযুগের ফাছাদ। সবচেয়ে বড় ফাছাদ যাহা বহুযুগ পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে, যেরূপ হজরত ওছমানের হত্যাকারিগণের ফাছাদ যাহার ক্রিয়া এই উম্মতের সমস্ত যুগ পর্য্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে এবং এই উম্মতের মধ্যে প্রথমেই এই ফাছাদ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ফাছাদ বহু প্রকারের হইয়া থাকে। কখন হত্যা করা হইয়া থাকে। কখন অবজ্ঞা করা হইয়া থাকে, কখন দোষ অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে ও কখন কুপরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে। যে পরিমাণ ফাছাদের মাত্রা অধিক হইবে, সেই পরিমাণ ইমান নষ্ট হইতে থাকিবে। এই মন্দ কার্য্যের অনিষ্ঠাতা অধিক হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে লোকদিগের হক নষ্ট করা হয় ও বহু গোনাহর বীজ বপন করা হয়, যাহা বহুকাল অবধি স্থায়ী থাকে এবং এত পরিমাণ অনিষ্ঠতা ফাছাদকারীর উপর ঘনীভূত হইতে থাকে যে, খোদার গজবে পতিত হইয়া বেইমান অবস্থায় এন্তেকাল করে এবং খোদার রহমত হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে।

কোরআনে আছে ঃ—

আল্লাহ বলিয়াছেন, হত্যা অপেক্ষা ফাছাদের গোনাহ অধিকতর।

আরও কোরআনে আছে ঃ—

"যাহারা জমিনে ফাছাদের সৃষ্টি করে, তাহাদের উপর লা'নত হইবে এবং

মন্দ স্থানে তাহাদের বাস হইবে।"

হজরত বলিয়াছেন, চোগলখোর (ফাছাদ নিক্ষেপকারি) বেহেশতে প্রবেশ করিবে না

ওস্তাদোল - হেন্দ হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলবি ছাহেব তরিকতের পীর মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবি ছাহেব তফছিরে আজিজির ৪০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

شش فرقه بی حساب بدوزخ خواهند رفت امرا بسبب ظلام وعربان بسبب تعصب وحميت ودهافين بسبت نخوت وتكبر وتاجران بسبب خيانت واهل صحرا وباديه نشينان بسبب جهالت وعلما بسبب حسد.

"ছয় দল লোক বিনা হিসাবে দোজখে প্রবেশ করিবে — প্রথম আমিরগণ অত্যাচারের জন্য আরবগণ পক্ষ পাতিত্বের জন্য, গ্রাম্য লোকেরা অহঙ্কার ও গরিমার জন্য, বনিকগণ বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য, ময়দান ও জঙ্গল বসিগণ বেএলমির জন্য ও আলেমগণ হিংসার জন্য।"

হজরত বড় পীর ফতুহোল-গায়ব কেতাবের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

ما كى اراك يا مؤمن حاسد بجارك فى مطعمه ومشربه ولمشه الخ.

" হে তকদীরে বিশ্বাসী কেন আমি তোমাকে তোমার প্রতিবেশীর সহিত তাহার খাদ্য পানীয়, পোষাক, নেকাহ, গৃহ, ক্রমোন্নত স্বচ্ছলতা, তাহার খোদা প্রদত্ত সম্পদ ও তাঁহার নির্দ্ধারিত দানে হিংসা করিতে দেখিয়াছি। তুমি কি জাননা যে, নিশ্চয় এই হিংসা তোমার ইমানকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে, তোমার খোদার অনুগ্রহ দৃষ্টি হইতে তোমাকে অপসারিত করিয়া ফেলিবে এবং তোমাকে তাঁহার শত্রুকরিয়া দিবে। তুমি নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত এই হাদিছটি শ্রবণ কর নাই? "নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন, হিংসুক আমার নে'য়ামতের শত্রু, (অর্থাৎ সে ইচ্ছা করেনা যে, আমার নেয়ামত আমার বান্দাদিগের মধ্যে বিতরণ হয়)। আরও তুমি কি নবি (ছাঃ) এর এই হাদিছটি শ্রবণ কর নাই? "নিশ্চয় হিংসা নেকিসমূহকে নষ্ট করিয়া ফেলে, যেরূপ অগ্নি কাষ্টকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।"

হে দুর্ব্বল ইমানদার, তুমি কি বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির সহিত হিংসা [illegible]রিতেছ? তুমি তাঁহার কেছমতের উপর হিংসা করিতেছ, না নিজের কেছমতের [illegible] হিংসা করিতেছ? আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,—

"আমি এই দুনইয়াতে তাহাদের মধ্যে তাহাদের জীবিকা সঞ্চয়ের বিষয়গুলি বন্টন করিয়া দিয়াছি।"

এক্ষণে যদি তুমি তাহার জন্য আল্লাহ যে জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষন কর, তবে নিশ্চয় তুমি তাহার প্রতি অত্যাচার করিলে অথবা সে ব্যক্তি নিজের মালিকের নেয়া'মত উপভোগ করিতেছ— যাহা তিনি অনুগ্রহ্ স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছেন, উহা তাহার জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং উহাতে কাহারও অংশ স্থির করেন নাই। কাজেই তোমার অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারি, কৃপন নির্ব্বোধ ও জ্ঞানহীন আর কে আছে।

আর যদি তুমি এই হেতু তাহার বিদ্বেষ কর যে, সে তোমার কেছমত কাড়িয়া লইয়াছে, তবে তুমি মহা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিলে, কেননা তোমার কেছমত অন্যকে দেওয়া হইতে পারেনা, এবং তোমা হইতে অপসারিত হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিতে পারেনা। আল্লাহ ইহা হইতে পাক যে, একজনের নির্দ্ধারিত জীবিকা অন্যকে প্রদান করেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন,— "আমার নিকট আমার হুকুম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং আমি বান্দাগণের প্রতি অত্যাচারকারি নহি।"

নিশ্চয় আল্লাহ তোমার প্রতি অত্যাচার করেন না— যে যাহা তোমার জন্য বন্টন ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন উহা লইয়া অন্যকে প্রদান করিবে। এই দ্বেষ হিংসা তোমার অনভিজ্ঞতা ও তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যাচার ব্যতীত আর কি হইবে?

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৩০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

العاشرة التواضع لان بشيد محل العابد ويعلو منزله الخ.

"নফছের সহিত জেহাদ করিতে দশটি গুণের আবশ্যক, তন্মধ্যে দশম গুণ নম্রতা, ইহাতে এবাদাত কারির গৃহ সুদৃঢ় করা হয় তাঁহার দরজা উন্নত হয়, তাঁহার সম্মান ও উন্নতি আল্লাহ্ তায়ালা ও লোকের নিকট পূর্ণ হয়, দুনইয়া ও আখেরাতের কার্য্যের মধ্যে যাহা ইচ্ছা করেন তাহা করিতে সক্ষম হন, ইহাই সমস্ত এবাদতের মূল শাখা ও পূর্ণতার অবলম্বন স্বরূপ, তদ্দারা বান্দা এইরূপ নেককারদিগের দরজালাভ করেন— যাহারা সুখে দুঃখে আল্লাহ তায়ালার প্রতি রাজি ইহাই পূর্ণ পরহেজগারি।

তাওয়াজ্জোর (নম্রতার) অর্থ এই যে, বান্দা যে কোন লোককে দেখিবে, নিজের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা করিবে এবং বলিবে, ইহা সম্ভব যে, সেই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট আমার অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট ও দরজাতে সমধিক উন্নত। যদি সে ব্যক্তি বালক হয়, তবে ধারণা করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করে নাই। আর আমি নাফরমানি করিয়াছি, কাজেই নিঃসন্দেহে সে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর সেব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তবে সে বলিবে, এই ব্যক্তি আমার পূর্বে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করিয়াছে। আর যদি আলেম হয়, তবে বলিবে, ইনি এইরূপ এলেম প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহা আমি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। আর সে ব্যক্তি যাহা অবগত হইয়াছেন, আমি তাহা অবগত হইতে পারি নাই এবং তিনি এলম অনুযায়ী আমল করিয়া থাকেন।

আর যদি সে ব্যক্তি অশিক্ষিত হয়, তবে বলিবে, এই ব্যক্তি অনভিজ্ঞতা অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালার নাফরমানি করিয়াছে আর আমি জ্ঞাতবস্থায় তাঁহার নাফরমানি করিয়াছি। এক্ষণে আমি জানিনা যে, আমার শেষ অবস্থা কি হইবে, আর তাহার শেষ অবস্থা কি হইবে। আর যদি সে ব্যক্তি কাফের হয়, তবে বলিবে আমি জানিনা পরিণাম কি হইবে, ইহা হইতে পারে যে, এই ব্যক্তি মুসলমান হইয়া যায় এবং তাহার খাতেমা-বিল খায়য়ের হইয়া যায়। ইহাও সম্ভব যে, আমি কাফের হইয়া যাই। (মায়াজাল্লাহ) এবং বদ আমলের সহিত আমার খাতেমা হইয়া যায়। বান্দা এইরূপ হইলে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে শয়তানি ও নফছানি ওয়াছ ওয়াছা হইতে রক্ষা করেন। ইহাতে সে আল্লাহতায়ালার জন্যই নছিহত করার দরজা লাভ করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ও প্রিয়পাত্র হইবে, আল্লাহতায়ালার শত্রু ইবলিছের শত্রু হইবে, ইহাতে রহমতের দ্বার স্বরূপ, ইহাতে অহঙ্কারের দ্বার ও গরীমার রশি কর্ত্তন করিতে পারিবে, দীন দুনইয়া ও আখেরাত সংক্রান্ত অহংকারের পথ ত্যাগ করিবে। ইহা এবাদতের মজ্জা, সংসার বিরাগীদিগের মহাবোজর্গী, দরবেশগণের লক্ষণ, ইহা অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ কোন বিষয় নাই। আরও নিজের রসনাকে দুনইয়া-বাসিদিগের নিন্দাবাদ ও বাতীল (ফজুল) কথা হইতে বিরত রাখিবে, ইহা ব্যতীত কোন আমলই কামেল হইতে পারে না। সমস্ত সময় অন্তর হইতে দ্বেষ, হিংসা অহঙ্কার ও অত্যাচার বাহির করিয়া ফেলিবে, লোক সমাজে ও নির্জ্জনে তাহার রসনা, ইচ্ছা ও কথা একই হইবে, একই প্রকার সমস্ত লোকের কল্যাণ কামনা করিবে। যতক্ষণ সে কোন নিন্দাবাদ করিবে বা কোন লোককে কোন কার্য্যের জন্য লজ্জিত ও তিরস্কার করে, কিম্বা তহার নিকট অন্যের নিন্দাবাদ

করা পছন্দ করে, অথচ যদি তাহার নিকট কাহারও নিন্দাবাদ করা হয়, তবে তাহার অন্তর আনন্দিত হয়, ততক্ষণ সে ব্যক্তি কল্যাণকামিদিগের দলভুক্ত হইতে পারে না। ইহাই দরবেশদিগের বিপদ, সংসারবিরাগীদের নষ্ট হওয়ার হেতু।"

কোরআনে আছে পরের নিন্দাবাদ করিলে, নিজের মৃতভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করার গোনাহ হয়। হাদিছে আছে, জেনা অপেক্ষা গিবতের গোনাহ সমধিক কঠিন।

মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব কেতাবোল -গিবতে লিখিয়াছেন, হজরত আবু ওমামা বাহোল (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি কেয়ামতে খোদার নিকটই বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি কতগুলি নেকী দুনইয়াতে করিয়াছিলাম কিন্তু এখন আমি তৎসমুদয় আমার নামায়-আ'মলে দেখিতেছিনা কেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, তুমি যাহাদের নিন্দাবাদ করিয়াছিলে, তাহাদের নামায়-আমলে তোমার সেই নেকীগুলি দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—যাহারা সুদখোর, ঘুষখোর, হারামখোর ও প্রকাশ্য ফাছেকের দাওত জিয়াফত ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহারা পীর হইতে পারেন কি না?

উত্তর ঃ—হজরত মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) কওলোল -জামিলের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় পীরের শর্ত উল্লেখ স্থলে লিখিয়াছেন ঃ—

الماثور القناعة بالقليل والورع من الشبهات منقول تو يهى هے كه تهوڑے پر قناعت كرنا اور شبهات سے پرهيز كرنا يعنى ما مشربها اور پيشه مكر اور مشتبهه سے بچنا ضرور هے.

" (পীরত্বের শর্ত সম্বন্ধে) ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অল্পে তুষ্টিলাভ করা এবং সন্দেহ যুক্ত মাল ও ষড়যন্ত্রমূলক ও সন্দেহ মূলক ব্যবসা হইতে পরহেজ করা জরুরী।"

আরও মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জাদোত্তাকওয়ার ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اس ملك مين اس زمانه مين لوگ پهلے طهارت يعنى نفس كى طهارت حاصل نكرنے سے اور دوسرى طهارت يعنى زكوة ندينے اور مال كى طهارت نكرنے سء اس نعمت سے محروم رهتے هين

یعنی جبتک یہ سب طہارت حاصل نہو گی تب تک محروم رہین گے اور طاعت اور ذکر فائدہ نکریگی.

" এই দেশে এই জামানাতে লোকেরা প্রথম প্রকার নফছের পাকি (কোফর, শেরেক, বাতীল আকিদা, মন্দ নিয়ত, হিংসা ফেরেব্বাজি, অহঙ্কার ইত্যাদি মন্দ স্বভাব হইতে পাকি) হাছেল না করার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রকার পাকি হাছেল না করার জন্য অর্থাৎ জাকাত না দেওয়ার জন্য ও মাল পাক না করার জন্য এই (তরিকত মা'রেফাত) হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায় অর্থাৎ যত দিবস এই সমস্ত পাকি হাছেল না হয়, তত দিবস বঞ্চিত থাকিবে ও এবাদত জেকরে ফলোদয় হইবে না।"

আরও উক্ত হজরত উক্ত কেতাবের ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اپنے پیت کے کام مین غور کرے کہ وہ اللہ کے گناہ حرام کھانے پینے تھن گرفتار نہین ہے اگر شاید اسکو حرام لقمہ کھانے مین گرفتار پاوے تو جانے کہ حرام لقمہ کھا کے ساری عبادت ضائع ہوتی ہے اور اکل حلال ساری عبادتون کی جڑھے.

"নিজের উদরের কার্য্যে চিন্তা করিবে যে, উহা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি হারাম পানাহারেলিপ্ত নহেত— যদি উহাকেহারাম ভক্ষণে সংলিপ্ত পায়, তবে জানিবে যে, হারাম ভক্ষণে সমস্ত এবাদত নষ্ট হইয়া যায় এবং হালাল ভক্ষণ সমস্ত এবাদতের মূল।"

হজরত পীরান- পীর ছাহেব ফতুহোল গায়েব কেতাবের ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

علیک بالورع والا فالهلاک فی ربقک ملاق لک لا تنجو منه ابدا الا ان یتفدک الله برمته فقد ثبت فی الحدیث المروی ان ملاک الدین الورع وعلاکه الطمع ان من حام حول الحمی یوشک ان یقع فیه کالراتع الی جنب الزرع یوشک ان یمدناه ال

لا يمكن ان يسلم الزرع منه وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه كنا نترك تسعة اعشار الحلال مخافة ان نقع فى الحرام وعن ابى بكر صديق رضى الله عنه قال كنا نترك سبعين بابا من المباح مخافة الحرام .

"তুমি পাহেজগারি লাজেম করিয়া লও, নচেৎ আজাব তোমার উপর লাজেম হইবে। যদি আল্লাহ তোমাকে নিজের রহমত দ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন তবে ভাল, নচেৎ তুমি উক্ত আজাব হইতে নাজাত পাইবে না। নবি (ছাঃ) এর উল্লিখিত হাদিছে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, নিশ্চয় দ্বীনের মূল পরহেজগারি, লোভে উহার ধব্বংস সাধন হইয়া থাকে যে ব্যক্তি তৃণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, অচিরে, সে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে যেরূপ ক্ষেত্রের পার্শ্বে বিচরণকারি পশু ক্ষেত্রের উপর মুখ লম্বা করিয়া থাকে উহা হইতে ক্ষেত্র প্রায়ই নিরাপদে থাকে না নিশ্চয় (হজরত)ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, পাছে আমরা হারামে পতিতহই, এই ভয়ে হালালের নয় দশমাংশ ত্যাগ করিতাম। আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা গোনাহতে লিপ্ত হই এই ভয়ে হালালের ৭০টি দ্বার ত্যাগ করিতাম, হারামের নৈকট্য হইতে পরহেজ কর উদ্দেশ্যে তাহারা ইহা করিয়াছিলেন।"

হজরত মোজাদ্দেদ আলেফে ছানি (রঃ) মকতুবাত শরিফে ১/১৮৯ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন ঃ—

بدانى كه نفع ذكر وترتب اثار بر ان مربوط باتيان شريت است پس بردای فائض وسنن واجتناب از محرم مشتبه نيک احتياط بايد نمود .

"তুমি জানিয়া রাখ যে, জেকরের ফল ও উহার আছর (চিহ্ন) গুলি প্রকাশি হওয়া শরিয়ত পালন করার উপর নির্ভর করে, কাজেই ফরজ ও ছুন্নত গুলি আদা করিতে ও হারাম ও সন্দেহ জনক বিষয় হইতে পরহেজ করিতে সমধিক সাবধানত অবলম্বন করা উচিত"।

আরও তিনি উহার ২/১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

نصیحت دیگر احتیاط در لقمه است چه در کار است ک
هرچه از هر جا کسی بیابد باید خورد و ملاحظه حل وحرم
شرعی نباید کرد این کس بسر خود نبست تاهرچه داند بکن
مولای دارد الخ.

"দ্বিতীয় নছিহত খোরাক সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা কি আবশ্যক হইয়াছে যে, কেহ যে কোন বস্তু যে কোন স্থান হইতে পায় ভক্ষণ করিবে এবং শরিয়তের হালাল ও হারামের তদন্ত করিবে না, এই ব্যক্তি খোদমোক্তার নহে যে, যাহা জানে, তাহাই করি । ইহার একজন মহাবোজর্গ মালিক আছেন — যিনি আদেশ ও নিষেধের সহিত (তাহাকে) আবদ্ধ করিয়াছেন এবং রহমতুল্লিল-আলামিন নবিগণের (আঃ) দ্বারা নিজের সন্তোষ ও অসন্তোষের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বান্দা হতভাগ্য যে নিজের মালিকের মর্জ্জির বিপরীত কামনা করে এবং মালিকের বিনা অনুমতি তাঁহার রাজ্য ও স্বত্বে আধিপত্য স্থাপন করে। লজ্জিত হওয়া উচিত যে, পার্থিব মালিকের সন্তোষ বিধানের জন্য চেষ্ঠাবান হইয়া থাকে এবং এসম্বন্ধে একবিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করিতে চাহে না। পক্ষান্তরে প্রকৃত মালিক (আল্লাহ) অপছন্দনীয় কার্য্যগুলিকে তাকিদ ও কঠোরতার সহিত নিষেধ করিতেছেন ও মহাতাড়নার করিতেছেন, সেই দিকে একটু ভ্রুক্ষেপ করে না। ইহা কি ইছলাম, না কোফর, ভালরূপে ছিন্তা কর।"

হজরত বড় পীর ছাহেব গুনইয়া তোত্তালেবীন কেতাবের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

وقال صلى الله عليه وسلم من لم يبال من اين مطعمه ومشربه لم يبال
الله تعالى من اى باب من النار يد خله.

"নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিদ্ধা করে যে, তাহার খাদ্য ও পানীয় কোথা হইতে হইল, আল্লাহতায়ালা এসম্বন্ধে দিদ্ধা করিবেন না যে, দোজখের কোন দ্বার দিয়া তাহাকে উহার মধ্যে দাখিল করিবেন।"

প্রশ্ন ঃ— এক পীরের নিকট মুরিদ হইয়া অন্য পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ হবে কি না?

উত্তর- মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল-জামিলের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اما من الشخصين فان كان بظهور خلل فيمن بايعه فلا بأس وكذالک بعد موته او غيبته المنقطعة واما بلا عذر فانه يشبه المتلاعب ويذهب بالبركة ويصرف قلوب الشيوخ عن تعهده.

"কিন্তু দুই ব্যক্তির নিকট বয়য়ত করা—পূর্ব্বে যাহার নিকট বয়য়ত করিয়াছে যদি তাহার মধ্যে ত্রুটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য হয়, তবে কোন দোষ নাই। এইরূপ মৃত্যুর পরে কিম্বা তাঁহার সাক্ষাতের নিরাশা অবস্থাতে অন্য ব্যক্তির নিকট বয়য়ত করাতে দোষ নাই । বিনা ওজরে অন্যের নিকট বয়য়ত করা ক্রীড়া কৌতুকের তুল্য হইবে। ইহাতে বরকত নষ্ট হইয়া যায় এবং পীরগণের অন্তর তাহার শিক্ষা প্রদান হইতে ফিরিয়া যায়।"

প্রশ্ন ঃ— পীরের মধ্যে ত্রুটি প্রকাশিত হওয়ার অর্থ কি?

উত্তর ঃ— উল্লিখিত পাঁচটি শর্ত্তের মধ্যে কোন শর্ত্ত না থাকা প্রকাশ হওয়া মনে ভাবুন পীর হইতে যতদুর জাহেরী এলম আবশ্যক ততদূর এলম তাহার মধ্যে না থাকে, কিম্বা তাহার মধ্যে পরহেজগারি না থাকে, গোনাহ কবিরা করিতে থাকে এবং গোনাহ ছাগিরার উপর জেদ করিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, কিম্বা দুনইয়ার লোভ লালস অধিক হওয়ার জোহ্দ ত্যাগ করিয়া হারাম ও সন্দেহজনক মাল ভক্ষণ করিতে থাকে, কিম্বা হোজরা নশিন থাকিয়া লোকদিগকে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি উপদেশ প্রদান না করে, কিম্বা এলমে বাতেনী—জেকর আশগাল, মোরাকাবা ইত্যাদিতে কামেল না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার মধ্যে ত্রুটি আছে।

প্রশ্ন ঃ— যদি কেহ একজন পীরের নিকট মুরিদ হইয়া কোন বাতেনী ফয়েজ লাভ করিতে না পারে, তবে অন্য পীর ধরিতে পারে কি না?

উত্তর ঃ—হজরত মোজাদ্দেদ —আলেফে ছানি ছাহেব মকতুবাত শরিফের ২/১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

پرسیده بودند که باوجود حیات پیر اگر طالبی پیش شیخ دیگر برود وطلب حق جل وعلا نماید مجوراست یانه بدانند که متصود

حق است سبحانه وپیر وسیله ایست بوصول جناب حق تعالیٰ اگر طالب رشد خود را پش شیخ دیگر بیند ودل خود را در صحبث او باحق سبحانه جمع یابد رو است که در حیوة پیر بی اذن پیر طالب پیش ان شیخ برود وطالبرشد از ونماید اما باید از پیراول انکار نکند وجزبه نیکی یاد نماید علی الخصوص پیری مریدی این وقت که بیش از رسم وعادت نمایده است اگر پیر ان این وقت از خود خبر ندارید ویمان از کفر جدانمتواید کرد از خدا جلشانه چه خبر خواهند ومرید را کدام راه خواهند نمود.

اگه از خویشتن چع نیست چنین
کی خبر دارد از چنان چنین

وای بر مریدی که بریس طور پیر اعتقاد کرده بنشیند وبدیگرے رجوع نکنند وراه خداجل شانه معلوم نسازد وخچرات شیطانی است که از راه حیات پیر ناقص امده طالب را از حقو سبحانه باز نی دارد هر جارشد وجمیعت دل یافته شود بی توفد رجوع باید کرد واز وسواس شیطانی پناه باید جست.

" আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পীরের জীবিত থাকিতে যদি কোন মুরিদ অন্য পীরের নিকট গমণ করে এবং খোদা প্রাপ্তির ছেষ্টা করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে কি না? আপনি জানিয়া রাখুন যে, খোদা প্রপ্তির মূল উদ্দেশ্য, পীর এই খোদা প্রাপ্তির অছিলা স্বরূপ। যদি মুরিদ নিজের পথ প্রাপ্তির অন্য পীরের নিকট দেখে এবং তাঁহার সঙ্গলাভে নিজের অন্তরকে আল্লাহপাকের ধেয়ান নিবিষ্ট থাকিতে দেখে, তবে ইহা জায়েজ হইবে যে পীরের জীবিত অবস্থায় তাঁহার বিনা অনুমতিতে মুরিদ উক্ত পীরের নিকট গমন করিয়া খোদা প্রাপ্তির অর্থ অনুসন্ধান করে, কিন্তু প্রথম পীরের

উপর এনকার না করা এবং তাঁহার প্রশংসা ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ না করা উচিত। বিশেষতঃ বর্ত্তমান জামানাতে পীরি ও মুরিদী একটি প্রচলিত রীতি ও অভ্যাসগত অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। যদি বর্ত্তমান জামানার পীরগণ নিজেদের সংবাদ না রাখেন এবং ইমানকে কোফর হইতে প্রভেদ করিতে না জানেন, তবে খোদা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কি সংবাদ রাখিবেন এবং মুরিদকে কোন পথ দেখাইবেন? (শ্লোক) যখন এইরূপ সে নিজের সংবাদ রাখেনা, তখন ইহা এবং উহার (মোরা কাবা ও মোশাহাদার) কিরূপে সংবাদ রাখিবেন।

উক্ত মুরিদের উপর আক্ষেপ যে এইরূপ পীরের উপর ভক্তি করিয়া বসিয়া থাকে এবং অন্য পীরের দিকেরুজু না করে ও খোদা প্রাপ্তি পথের অনুসন্ধান না করে ইহা শতয়তানি অছওয়াছা যে, (অনন্ত) জীবন লাভের পথ প্রাপ্তিতে অসম্পূর্ (নাকেছ) থাকিয়া মুরিদকে খোদাপ্রাপ্তির পথ হইতে বিরত রাখেন। যে স্থানে খোদা প্রাপ্তির পথ ও অন্তরের শান্তি পওয়া যায়, অবিলম্বে তথায় ধাবিত হইবে, এবং শয়তানি অছওয়াছা হইতে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।''

কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি এরশাদোত্তালেবিন' কেতাবের ১৫/১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اگر شخص بخدمت شیخ مدتی بحسن اعتقاد ماند ودر صحبت او تاثیر نیافت واجب است بروی که ترک او کند وتلاش شیخ دیگر نماید وگرنه مقصود ومعبودش شیخ بشد نه خدائتعالی واین شرک ست حضرت عزیزان رامیتنی پیر طریقة نقشیندیه میفرمایند.

(رباعی)

باهر که نشتی ونشد جمع دلت
وزتو نرمید صحبت اب وغلت
زنهار ز صحبتش گریزان میباش
ورنه نکند روح عزیزان بحلت

لیکن ازان شیخ حسن ظن دارد چه یحتمل که ان شیخ کامل ومکمل باشدنزداو نصب انکس بود وهمچنین اگر شیخ کامل ومکمل باشد و ازین جهان رحلت فرمود ومرید بدرجه کمال نرشید واجب است که ان مرید صحبت شیخ دیگر تلش کند که مقصود خدا است حضرت مجدد رضی اللّٰہ عنی فرموده که صحابه کرام بعد رسول کریم صلی اللّٰہ ولیه وسلم بیعت ابا بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللّٰہ عنهم کردند مقصود ازیب بیعت فقط امور دنیا نبود بلکه کست کمالات باطنی برد اگر کسی گوید که فیض اولیا بعد مرت انها باقی ست پس طلب کردن شیخ دیگر عبث است گفته شود که فیض اولیا بعض مرت ان قدر نیست که ناقڈ را بفرجه کمال رساند الاناد را . اگر فیض بعد متت همان قسم باشد پس تمام اهل مدینه از عصر پیغمبر خداتا این وقت برابر اصحاب باشند.

যদি কেহ ভক্তি সহকারে একজন পীরের খেদমতে বহু দিবস যাবৎ থাকিল এবং তাঁহার সঙ্গলাভে কোন ফয়েজ- বাতেনি প্রাপ্ত হইল না, তবে তাহার পক্ষে ওয়াজেব যে, সে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পীর চেষ্টা করে, নচেৎ তাহার উদ্দেশ্য ও মা'বুদ খোদাতায়ালা না হইয়া পীর হইবে, আর ইহাশেরক। নক্শ বন্দীয়া তরিকার পীর হজরত আজিজান রামেৎনি (রঃ) বলিতেছেন ঃ—

" যাহার সঙ্গে তুমি বসিয়াছ এবং তোমার অন্তরের সান্তি লাভ না হয় এবং তোমা হইতে তোমার পানি ও মাটির সঙ্গগুণ অহঙ্কার, হিংসা, কলহ ফাছাদ ইত্যাদি, রহিত হইল না, সাবধান তাহার সংশ্রব হইতে পলায়ন করিতে থাকে, নচেৎ বোজর্গগণের

আত্মা (রূহ) তোমাকে ক্ষমা করিবে না''।

কিন্তু উক্ত প্রথম পীরের উপর ভক্তি রাখিবে, কেননা ইহাও সম্ভব যে উক্ত পীর কামেল ও অন্যকে কামেল করাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিকট তাহার খোদাপ্রাপ্তি লাভ অদৃষ্টে লিখিত নাই। এইরূপ যদি পীর কামেল ও মোকাম্মেল হন এবং এন্তেকাল করেন ও মুরিদ কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছিতে না পারে, তবে উক্ত মুরিদের পক্ষে অন্য পীরের সঙ্গলাভ চেষ্টা করা ওয়াজেব, কেননা খোদাপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য। হজরত মোজাদ্দেদ (রঃ) বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর এন্তেকালের পরে ছাহাবায় কেরাম (হজরত) আবুবকর, ওমার, ওছমান ও আলির (রাঃ) নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, এই বয়য়তের উদ্দেশ্য কেবল দুনইয়ার কার্য্য কলাপ ছিলনা, বরং বাতেনি কামালাত লাভ করাও উদ্দেশ্য ছিল, যদি কেহ বলেন, অলি উল্লাহগণের এন্তেকালের পরে ফয়েজ বাকি থাকে, কাজেই অন্য পীর চেষ্টা করা বৃথা। তদুত্তরে বলা হইবে, যে অলিউল্লাহগণের এন্তেকালের পরে তাঁহাদের ফয়েজ এই পরিমাণ নহে যে, নাকেছ ব্যক্তিকে কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছিয়া দিবে, দুই একটি ক্ষেত্রে অবশ্য স্বতন্ত্র। যদি এন্তেকালের পরে ঐরূপ ফয়েজ থাকে যেরূপ জীবিত অবস্থায় থাকে তবে সমস্ত মদিনাবাসি নবি (ছাঃ) এর জামানা হইতে এই জামানা পর্য্যন্ত ছাহাবাগণের তুল্য হইতেন।''

মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরি ছাহেব জখিরায় কারা মতের ২/৩১ পৃষ্ঠায় এবং নুরোন-আলা নুর কেতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اب یہ خاکسار کہتا ہے کہ مثلا کوئی شیخ ایک مرشد سے مرید ہوا اور اسکی صحبت مین رہنے اور ذکر اور شغل سیکھنے اور تصوف کے مضامین سننے اور تحقیق کرنیکا اتفق نہوا اور ناقص رہگیا اور ان باتون کے بتانے کے قابل کوئی دوسرا پیر ملا تو اس سے ضرور مرید ہو اور اپنا دین اس سے سیکھے اور ہرگز ہرگز وسواس نکرے.

''এক্ষণে এই খাকছার বলিতেছে, যথা কোন ব্যক্তি একজন পীরের নিকট মুরিদ হইল, তাঁহার সঙ্গে থাকিতে জেকর ও শোগল শিক্ষা করিতে, তাছওয়ফের মর্ম্ম শ্রবণ করিতে ও তদন্ত করিতে সুযোগ পাইল না এবং নাকিছ (অনুপযুক্ত) থাকিয়া

গেল এবং এই কথাগুলি শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত অন্য কোন পীর প্রাপ্ত হইলে, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট মুরিদ হইবে। নিজের দ্বীন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবে এবং কখন কিছুতেই সন্দেহ করিবে না।

আরও হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাত শরিফের ১/২৩৫/২৩৬ পৃষ্ঠায় ও জৌনপুরী হজরত জখিরায় কারামতের ২/৩০/৩১ পৃষ্ঠায় ও নুরোন-আলানুরের ৬৫/৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"এই তরিকাতে পীরি ও মুরীদ তরিকত শিক্ষা দেওয়ার ও শিক্ষা করার উপর নির্ভর করে, টুপী ও শেজরা দেওয়া পীরী মুরিদী নহে, যেরূপ অধিকাংশ পীরের তরিকত প্রচলিত নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি উক্ত পীরগণের পরবর্ত্তীগণ পীরি ও মুরিদীকে টুপী ও শেজরা দেওয়ার সহিত সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, এই হেতু তাঁহারা একাধিক পীর হওয়া জায়েজ বলেন না এবং তরিকত শিক্ষাদাতাকে মোর্শেদ নামে অভিহিত করেন, পীর বলিয়া জানে না এবং তাঁহার সম্বন্ধে পীরের আদব কায়দাগুলি প্রতিপালন করে না, ইহা তাহাদের নিতান্ত মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতা। তাহারা ইহা জানেন না যে, তাহাদের প্রাচীন পীরেরা শিক্ষাদাতা পীর ও সঙ্গলাভের পীরকেও পীর বলিয়াছেন এবং একাধিক পীর গ্রহণ জায়েজ বলিয়াছেন, বরং প্রথম পীরের জীবদ্দশায় যদি কোন মুরিদ নিজের পথপ্রাপ্তি অন্যস্থানে দেখিতে পায়, তবে প্রথম পীরের উপর এনকার না করিয়া অন্য পীর এখতিয়ার (অবলম্বন) করা জায়েজ হইবে। হজরত খাজা নক্‌শাবন্দ (রঃ) এই বিষয়টি জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে বোখারার আলেমগণের নিকট হইতে একখানা ফৎওয়া লিখিইয়া লইয়াছিলেন। হাঁ, যদি কোন পীরের নিকট এবাদতের বয়য়ত করিয়া থাকে, তবে অন্যের নিকট উক্ত প্রকার বয়য়ত করিবে না বরং দিতীয় পীরের নিকট তাবার্রোকের বয়য়ত করিবে, ইহাতে প্রতিপন্ন হয় না যে, কোন ক্ষেত্রে অন্য পীর গহণ করা যাইবে না। বরং ইহা জায়েজ আছে যে, এক জনের নিকট এবাদতের বয়য়ত করিবে অন্যের নিকট তরিকত শিক্ষা করিবে এবং অপরেরও সঙ্গলাভ করিবে। আর যদি এই তিন সম্পদ একজনের নিকট লাভ হয়, তবে কি চমৎকার নেয়া'মত হইবে। ইহাও জায়েজ হইবে যে, ভিন্ন পীরের নিকট শিক্ষা করে এবং ভিন্ন ভিন্ন পীরের সংস্রব লাভ করে। তুমি জানিয়া রাখ, উক্ত ব্যক্তি পীর হইবেন— যিনি মুরিদকে খোদাপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দেন, এই বিষয়টি তরিকত শিক্ষা দেওয়াতে সমধিক পরিলক্ষিত এবং প্রকাশিত হয়। তরিকত শিক্ষায় পীর একাধারে শরিয়তের শিক্ষক ও তরিকতরে পথ প্রদর্শক। ইহা তাবার্রোকের বয়য়তের পীর ও টুপী ও শেজরা দেওয়া পীরের সহিত তত খাপ খায়না,

কাজেই শিক্ষাদাতা পীরের সহিত আদব কায়দা সমধিক ভাবে প্রতিপালন করা উচিত, ইনিই পীর নামে অভিহিত হওয়ার সমধিক উপযুক্ত।"

আরও হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাতের ১/১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

پیر کیست پیر آنکس است که ازوطریق وصول بجناب قدس خداوندی جل شاند استفاده نمائی ومددها واعابت ها درین طریق یابی مجرد کلاه ودامنی وشجره که عرف شده از حیققت پیری ومریدی خارج است وداخل رسوم وعادات مگر انکه جامه تبرک از شیخ کامل و مکمل بدست اری وبا اعتقاد اخلاص با وزندگانی نمائی احتمال ثمرات ونتائج درین صورت نیز قوی است .

"তুমি জান কি, পীর কোন্ ব্যক্তি ? পীর ঐ ব্যক্তি যাহার দ্বারা তুমি খোদাপ্রাপ্তির পথ লাভ করিতে পার এবং এই পথে সহায়তা লাভ করিতে পারে, কেবল টুপী দামন শেজরা প্রথা প্রকৃত পীরি মুরিদী হইতে খারিজ এবং প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতির মধ্যে গণ্য কিন্তু যদি তুমি কামেল ও মোকাম্মেল পীরের নিকট তাবাররোকের বস্ত্র লইয়া ভক্তি ও খাঁটি নিয়তের সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে পার, তবে ইহাতে সুফল ফলিবার সমধিক সম্ভবনা আছে।"

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের মলফুজাতের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

مریدے سوال کرد که اینکه گاهی بیعت در چشری گاهی ازهمون شیخ یا شیخ دیگر از قادر ونقشبندی مینماید جائز است یا غیر جائز . ارشاد شد که اول در طزیقه که درطریقه بیعت بعد سلوک ان اگر چه لم باشد جاهای دیگر درطریق دیگر اخذ بیعت کند مضایقه نیست .

"একজন মুরিদ জিজ্ঞাসা করিল যে, কখন চিস্তিয়া তরিকায় বয়য়ত করা, কখন সেই পীর কিম্বা অন্য পীরের নিকট কাদেরিয়া ও নক্শবন্দীয়া তরিকায় বয়য়ত করিয়া থাকে, ইহা জায়েজ কি না ?

হজরত শাহ ছাহেব এরশাদ করিলেন, প্রথম যে তরিকায় বয়য়ত করিয়াছিল অল্প বিস্তর উহার ছলুক শুরু করার পরে যদি অন্যান্য পীরের নিকট অন্য তরিকার ফয়েজ গ্রহণ করে, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।"

হজরত জৌনপুরী মাওলানা ছাহেব জখিরায় কারামতের ১/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

جسکو حق سبحانه کے ملنے کیواسطے اخلاص کے ساتھه بیعت طریقت کی منظور رهو تو ره اهر اس زمانے کے کسی بزرگ سے بیعت هو چکا تب بهی تبر کا بر کت حاصل کرنے کے واسطے حضرت سید صاحب کے سلسلے مین داخل هو جاوے الخ.

"খোদাপ্রাপ্তির জন্য খাঁটি নিয়তে যাহার তরিকতের বয়য়ত করা বাঞ্ছনীয় হয়, যে ব্যক্তি এই জামানার কোন বোজর্গের নিকট বয়য়ত করিয়া থাকিলেও বরকত লাভ করার জন্য যেন হজরত সৈয়দ ছাহেবের ছেলছেলায় ভুক্ত হইয়া যায়, আর যদি সে ব্যক্তি নিজে পীর হয়, তবু যেন খাঁটি নিয়তে বরকত হাছেল করা উদ্দেশ্যে সৈয়দ ছাহেবের ছেলছেলা দাখিল হইয়া যায় এবং নিজের মুরিদগণকে প্রাচীন বোজর্গদিগের তুল্য দুই খান্দানের শেজরা প্রদান করে এবং নিজের দুই খান্দানে বয়য়ত হাছেল করার দলিল এই ছহিহ ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদকে স্থির করে যে, হজরত এমাম জা'ফর ছাদেক (রাঃ) হজরত এমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ) এর নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি হজরত জয়নোল আবেদীনের নিকট, তিনি হজরত হোছাএন (রাঃ) নিকট, তিনি হজরত আলি (রাঃ) নিকট এবং তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন।

আরও উক্ত হজরত এমাম জা'ফর ছাহেব (রাঃ) হজরত কাছেম (রাঃ) এর নিকট, তিনি হজরত সালমান ফার্সি (রাঃ) এর নিকট তিনি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর নিকট এবং তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক আওলিয়ার ছেলছেলা দুই তিন, চারি পীরের অছিলায় নবি (ছাঃ) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।"

হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল জমিলের ১২২—১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

১।শেখ আবদুর রহিম ছাহেবের বহুপীর ছিল, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তিনজন, প্রথম খাজা-

খোর্দ্দ, দ্বিতীয় সৈয়দ আবদুল্লাহ তৃতীয় খলিফা আবুল কাসেম।

২। খাজা ওবায়দুল্লাহ আহবারের বহু পীর ছিল, তন্মধ্যে মাওলানা ইয়াকুব চারখি ও খাজা আলাউদ্দিন গেজদেওয়ানি শ্রেষ্ঠতর।

৩। খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী বোখারির বহু পীর ছিল, তন্মধ্যে খাজা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছি ও আমির সৈয়দ কালাল প্রধান।

৪। পীর আলি ফারমাদির বহু পীর ছিল, তন্মধ্যে এমাম আবুল কাছেম কোশায়র ও খাজা আবুল কাছেম কোরকানি শ্রেষ্ঠতর।

৫। মা'রুফ কারকির বহু পীর ছিল, তন্মধ্যে এমাম আলিবেনে মুছা ও দাউদ তায়ি শ্রেষ্ঠতর।

৬। দাউদ তায়ি, ফোজায়েল, হবিবে-আজালমি ও আজামমি ও জেন্নুন মিসরি এই তিন পীরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন।

৭। এমাম জা'ফর ছাদেক এমাম মোহাম্মদ বাকের ও কাছেম বেনে মোহাম্মদ এই দুই পীরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন।

শাহ আবদুর রহিম ছাহেব শেখ রফিউদ্দিন ও সৈয়দ আজমতুল্লাহ আকবারাবাদী এই চতুর্থ ও পঞ্চম পীর ছিল।

বাহাজাতোল আছরার ১০৬ পৃষ্ঠা ঃ—

হজরত পীরান পীর ছাহেব হজরত হাম্মদ বেনে মোছলেম দাব্বাছের নিকট তরিকাত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং পীর আবুছা'দ মখজুমি হইতে খেলাফত লইয়াছিলেন।"

হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব কওলোছ ছাবেতের ২/৩০/৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"এক ব্যক্তি হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি ছাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, লোকে দুই তিন পীরের নিকট মুরিদ হইয়া থাকে, কাজেই কেয়ামতের দিবস পীরেরা মুরিদকে নিজ নিজ দিকে টানিয়া লইয়া চিরিয়া ফাড়িয়া ফেলিবেন। তদুত্তরে উক্ত হজরত বলিয়াছিলেন, কেয়ামতের দিবস পদস্খলিত হওয়ার দিবস, চিরিয়া ফাড়িয়া ফেলিবার দিবস নহে। যখন কাহারও পদস্খলিত হইতে থাকে, তখন যদি একজন লোক তাহার হাত ধরিয়া ফেলে, তবে ইহাতে উহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। আর যদি দুই তিনজন তাহার হাত ধরিয়া ফেলে, তবে অধিকতর শক্তি লাভ হইয়া থাকে।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আবশ্যক মতে একাধিক পীর গ্রহণ করা জায়েজ।

প্রশ্ন ঃ— পীরের খান্দান ত্যাগ করতঃ অন্য পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ— যদি পীরের খান্দানে তরিকত ও মা'রেফাতের উপযুক্ত কামেল পীর না থাকে, কিম্বা উপযুক্ত কামেল পীর থাকা সত্বেও যদি তাহার দ্বারা এক ব্যক্তির ফয়েজ লাভ না হয়, অথবা তাঁহার নিকট এক তরিকা ব্যতীত অন্য তরিকা শিক্ষা করা সম্ভব না হয়, অথবা অন্য পীরের উপর তাহার প্রগাঢ় ভক্তি হয়, তবে পীরের খান্দান ব্যতীত অন্য পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ হইবে। যখন ছাদুল্লাপুরের হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব ও নেজাম পুরের ছুফি নুর-মোহাম্মদ ছাহেব হেদাএত করিতে শুরু করেন, তখন অনুপযুক্ত খোন্দকারদিগের বহু মুরিদ তাহাদের উভয়ের নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন, যদি পীরের খান্দান ব্যতীত অন্য পীরের নিকটমুরিদ হওয়া জায়েজ না হয় তবে উক্ত হজরত দ্বয় তাহাদিগকে মুরিদ করিয়াছিলেন কেন?

যদিও খোন্দকারদিগের কেহ কেহ এল্‌মে জাহিরি অবগত ছিলেন, কিন্তু এলমে-বাতেনি হইতে বঞ্চিত থাকার জন্য তাহারা উক্ত হজরতদ্বয়ের নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন।

মাওলানা এমাদ্দিন ছাহেব ১৭ বৎসর দেশ হেদাএত করিয়া হজ্জে গিয়া এন্তেকাল করিলে, তাঁহার মুরিদগণকে এবং হাজি শরিয়তুল্লাহ ছাহেবের অনেক মুরিদকে হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব মুরিদ করিয়াছিলেন, ইহাতে কি পীরের খান্দানে মুরিদ হওয়া জরুরি হওয়ার দাবি বাতীল হইল না?

হজরত মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব কওলোছ ছাবেত কেতাবের ১/১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

جن مرشدون کی یہ چال هے اور جنکی صحبت سے یہ بات حاصل هوتی ایسے مرشد ختنے هین سبکو هم اپنا پیشوا اور مرشد جانتی هین اور ایسے مرشدسے عداوت رکھنے والے پر و بال اتا هے ایسے مرشدون کی شان مین جو طعن کرے وہ خود گمراہ هے.

" যে পীরগণের এইরূপ রীতি হয় (অর্থাৎ) শের্‌ক কোফর বদ আকিদা হিংসা, শত্রুতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব হইতে মুরিদগণের নফ্‌ছ পাক করিয়া দেন এবং যাহাদের সঙ্গলাভে এই বিষয় লাভ হয় এইরূপ যত পীর আছেন, আমরা সমস্তকে অগ্রণীয় পীর জানি, এইরূপ পীরগণ আল্লাহ তায়ালার অলি, এইরূপ পীরের সহিত শত্রুতা

পোষনকারির উপর বালা আসিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ পীরগণেরনিন্দাবাদ করে, তাহারা গোমরাহ।''

আরও তিনি উহার ২৪/২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

بهت بهتر طریقه توبه کا یه معلوم هوتا هے که خوب تحقیق کرین مرشدی کا رتبه جو مذکور هوا وه رتبه جس شیخ مین پاوین اور توحید اور اتباع سنت جسکی صحبت سے حاصل هوتی هے اسی کو اپنا مرشد مقرر کرین اور اس زمنانے مین خاکسار کے نزدیک یه بات سید صاحب کے لوگون مین پوری موجود هے . تو اس راه سے سب کو لازم هے که اپنے بال بچون دوست آشنا نوکر چاکو کوسید صاحب کے چریقه مین داخل هونے کی خواهش دلاوے جنکو حضرت سید صاحب سے ایسا اعتقاد نه هو وه لوگ جسکو مرشدی کا رتبه والاپاوین اسکو اپنا مرشد مقرر کرین اور هق یه هے که سارے الله والو کے تریقے ایک هین اور سب کا سصلمقصود توحید اور اتباع سنن هے سید صاحب کے تریقے پر منحصر نهین.

"তওবার উৎকৃষ্ট নিয়ম ইহাই বুঝা যায় যে, খুব তদন্ত করিবে, পীরত্বের উল্লিখিত দরজা যাহার মধ্যে পওয়া যায় এবং যাহার সঙ্গলাভে তওহিদ ও ছুন্নতগুলির তা'বেদারি লাভ হয়, তাহাকে নিজের পীর স্থির করে। এই জামানাতে আমার মতে এই দরজা সৈয়দ (মোজাদ্দেদ) ছাহেবের লোকদিগের (খলিফাদের) মধ্যে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছে। এই হেতু সমস্তের পক্ষে লাজেম যে, নিজেদের সন্তান সন্ততি, বন্ধু— বান্ধব নওকর চাকরদিগকে এই তরিকাতে দাখিল হইতে উৎসাহিত করে। আর যাহাদের সৈয়দ সাহেবের উপর এইরূপ ভক্তি না থাকে, তাহারা যাহাকেই পীরত্বের শর্ত্তধারি পাইবে, তাহাকেই নিজেদের পীর স্থির করিবে, সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালার

সমস্ত প্রিয় পাত্রের তরিকা এক এবং সকলের মূল উদ্দেশ্য তওহিদ ও ছুন্নতের তাবেদারি। সৈয়দ সাহেবের তরিকার মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নহে।"

জৌনপুরী হজরতের কথায় বুঝা যায়, নিজের পৈত্রিক পীরের খান্দান ব্যতীত যে কোন পীরের উপর যাহার ভক্তি হয় তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ। হজরত নবি (ছাঃ) এর এন্তেকালের সময় কাহাকে নামাজের এমাম বানান হয়, ইহাতে নানাবিধ মত হইতেছিল, হজরতের জামাতা ও চাচাত ভাই হজরত আলি, চাচা হজরত আব্বাছ ও নাতি হজরত এমাম হাছান ও হোছেন উপস্থিত থাকিতে হজরত বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অবুবকর ব্যতীত কাহারও এমামত কবুল করিবেন না। ছহিহ বোখারির হাদিছে আছে, আল্লাহ ইমানদারগণ আবুবকর ব্যতীত কাহারও খেলাফত স্বীকার করিবেন না। মেশকাত ৫৫৫ পৃষ্ঠা।

হজরত আবুবকরের এন্তেকালের পরে তাঁহার পুত্র খলিফা না হইয়া হজরত ওমার (রাঃ) খলিফা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র না হইয়া হজরত ওছমান খলিফা হইয়াছিলেন। তাঁহার শাহাদতের পরে হজরত আলি (রাঃ) খলিফা হইয়াছিলেন। কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্শাবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীরগণের শেজরাপুড়িয়া দেখিলে, বুঝা যায় যে, প্রায় অধিকাংশ স্থলে পীরের খান্দান ব্যতীত অন্য খান্দানের লোক পীর হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট লোকেরা মুরিদ হইয়াছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) এর পরে হাছান বাছারি, ফেজাএল বেনে এয়াজ, এবরাহিম আদহাম, হোজায়ফা মারয়াশি, আবু হোরায়রা বাসারি, মোম্শাদ এলবোদ্দাইনুরী, আবু ইছহাক, জোন্নূনমিছরী, হবিবে-আজামি দাউদ তায়ী, জোনায়েদবাগদাদী, শেখ শিবলী, মা'রুফ কারখি, আবু এজিদ বাস্তামি প্রভৃতি পরীগণ হজরতের খান্দানের লোক ছিলেন না।

হজরত বড়পীর ছাহেবের পরে তাঁহার পুত্র হজরত সৈয়দ আবদুল অহ্হাব খলিফা হইয়াছিলেন, ইহার পরে এযাবত যত পীর তাঁহার তরিকতাবলম্বী হইয়াছিলেন, প্রায় অন্য বংশের ছিলেন।

পীর হজরত মইনদ্দিন চিশ্তীর খলিফা পীর খাজা কোতাবদ্দিন বখ্তিয়ার কাকী, তাঁহার খলিফা পীর হজরত শেখ ফরিদদ্দিন গঞ্জেশোকার, তাঁহার খলিফা পীর হজরত নেজামুদ্দিন আওলিয়া তাঁহার খলিফা পীর হজরত আখি ছেরাজ আওদী, তাঁহার খলিফা পীর হজরত আলায়োল হক লাহুরী ছিলেন, ইহারা কেহই পীরের বংশধর ছিলেন না।

হজরত খাজা বাহাউদ্দি নক্শবন্দীর খলিফা মাওলানা ইয়াকুব চারখি, খাজা

আলাউদ্দিন গেজদেওয়ানি, তাঁহাদের খলিফা খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার, তাঁহার পরে মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদ, খাজা মোহাম্মদ আমকানকি ও খাজা বাকিবিল্লাহ পীর হইয়াছিলেন, ইহারা পীরের বংশধর নহেন।

হজরত এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দির খলিফা শেখ আদম, তাঁহার খলিফা সৈয়দ আবদুল্লাহ, তাঁহার খলিফা শেখ আবদুর রহিম ছিলেন, ইহারা পীরের বংশধর নহেন।

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের খলিফা বেরেলির হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ ছাহেব, ইনি অন্য বংশের ছিলেন। তাঁহার খলিফা ছুফি নুর মোহাম্মদ, মাওলানা এমামদ্দিন, মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন, মাওলানা কারামত আলি ছাহেবগণ প্রভৃতি শত শত পীর ছিলেন, কিন্তু কেহই হজরত সৈয়দ ছাহেবের বংশধর নহেন।

ছুফি নুর মোহাম্মদ ছাহেবের খলিফা ছুফি ফতেহ আলি ছাহেব, তাঁহার খলিফা ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব। যদি পীরের সন্তান পীরের নিকট শিক্ষা করিয়া খেলাফত না লইয়া থাকে, কিম্বা দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, ফাসাদ, শেরেক ও রেদয়াত করিয়া পীরের রীতি নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তবে কি পীর হইতে পারে?

হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জাখিরায় কারামতের ১/১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اور جو لوگ کسی بزرگ اور سچے مرشد کے فرزندون مین هین اور اس بزرگ کے مذهب اور چال کو بدل ڈالے هین وه بهی مفسدون مین داخل هین.

যাহারা কোন বেজর্গ ঐ খাঁটি পীরের সন্তান এবং সেই বেজর্গের মজহাব ও নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহারাও ফাছাদকারি দলের মধ্যে গণ্য।"

আরও ২৫ পৃষ্ঠা ঃ—

کوئی شخص کسی مرشد سے بیعت نه هوا هو اور اس مرشد کے نام سے لوگون کو بیعت کرنے لگے یا ایک مرشد مر گیا اور اس کا بیٹا نابالغ تها اور اپنے باپ سے نه تو بیعت هوا نه هاتهه ملایا یانه

خلافت پایا پھر جب بڑا ھوا تب لوگون کو مرید کرنے لگا اور اپنے باپ کے سلسلے مین اپنا نام بھی داخل کیا اسکے سلسلے کا کوئی شخص کفر کے عقیدے پر یا سنت وجماعت کے عقیدے کے سو دوسرے عقیدے پر یا قصد کفر کی رسم اور چال کے اختیار کرنے پر بغیر توبہ کے مرا کیعونکه ایسے کس سلسلے مین رسول اللہ ﷺ کے ھاتھہ کی خوشبو اور تاژیر کھان سوا ایسے سلسے کو بالکل چھوڑدے۔

" কোন ব্যক্তি কোন পীরের নিকট বয়য়ত করে নাই, অথচ উক্ত পীরের নাম লইয়া লোকদিগকে বয়য়ত করিতে লাগিল, কিম্বা একজন পীর মরিয়া গেলেন, তাহার পুত্র নাবালেগ ছিল, নিজের ওয়ালেদের নিকট বয়য়ত করে নাই, তাঁহার হাতে হাত মিলাই নাই কিম্বা খেলাফত প্রাপ্ত হয় নাই, তৎপরে যখন বালেগ হয়, তখন মুরিদ করিতে লাগিল এবং নিজের ভিতরে ছেলছেলায় নিজের নাম দাখিল করিল। তহার ছেলছেলাতে কেহ কাফেরি আকিদার উপর, কেহ ছুন্নত -অল জামায়াত ব্যতীত অন্য ফেরকার আকিদার উপর কিম্বা স্বেচ্ছায় কোফরের রীতি নীতি এখতিয়ার করার উপর বিনা তওবা মরিয়া গেল, কেননা এইরূপ কাটা ছেলছেলাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মোবারক হস্তের সুবাস ও তাছির কোথায়? কাজেই এইরূপ ছেলছেলাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে।

প্রশ্ন ঃ— বিদেশী পীর আসিয়া হেদাএত করিলে, উহাতে গোনাহ হইবে কি না?

উত্তর ঃ— ইহাতে কোন দোষ নাই। হজরত নবি (ছাঃ) মক্কা শরিফ ত্যাগ করতঃ মদিনা শরিফে হেদাএত করিতে গিয়াছিলেন। মক্কার ও মদিনার ছাহাবাগণ কুফা, বাসরা, শাম, মিশর, ইয়মেন ইত্যাদি দূর দেশে হেদাএত করিতে গিয়াছিলেন, ইহাতে কি দোষ হইয়াছিল?

ইয়মেনের পীর হজরত শাহ জালাল মোজার্রাদ ছাহেব শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম, নওয়াখালি, ত্রিপুরা ইত্যাদি হেদাএত করিয়াছিলেন। শাহ জালাল তবরেজি (রঃ)

তবরেজের মানুষ মালদহ, মুর্শিদাবাদ আসাম হেদাএত করিয়াছিলেন।

খান জাহান আলি, শাহ সুলতান মির সৈয়েদ মাহমুদ মাহি ছওয়াব, সৈয়দ আহমদ তন্নুরী, শাহ হাছান, রাস্তিশাহ, শাহ এছরাইল, শাহ বদর, গোরাচাঁদ পীর, শাহ আলি,বাবা আদম, শাহ তোর্কমান, হজরত আখিছেরাজ, হজরত আলালওল হক, হজরত নুর কোতবোল আঁলম, (রঃ) এইরূপ বৈদেশিক বহু পীর বঙ্গ আসাম হেদাএত করিয়াছিলেন, ইহাতে লাভ ব্যতীত দোষ কি হইয়াছে?

হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি ও মাওলানা কারামত আলি ছাহেব বিদেশী পীর হইয়া বঙ্গ আসাম হেদাএত করিয়া দোষের কার্য্য করিয়াছিলেন? না কখনই না।

খোদাতায়ালার মর্জ্জি, তিনি যাহার দ্বারা যে দেশ হেদাএত করার ইচ্ছা করেন তাহাই করেন। দুনইয়া পয়দা হওয়ার পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে খোদা ইহা কলম দ্বারা লওহে মহফুজে লিখিইয়া রাখিছেন, ইহার জন্য যাহারা বিরক্তি হন, তাহারা কি খোদার তকদীরের সহিত লড়া করিতে চাহেন? তকদিরের উপর ইমান আনার অর্থ কি?

প্রশ্ন ঃ— সকলেই দাবি করিয়া থাকেন, আমি তরিকার কামেল পীর, আমরা কি করিয়া বুঝিব?

উত্তর ঃ—বহু আলেম, পরহেজগার হাজি, দরবেশ যদি সাক্ষ্য দেন যে, আমরা উক্ত পীরের নিকট বোজর্গানে দীনের লিখিত মতে তরিকতের ফয়েজ পাইতেছি, তবে তাঁহার পীরত্বের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে।

হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের রচিত রফিকোছ ছালেকিন কেতাবের ৩-৬ পৃষ্ঠায় ও তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবের মলফুজাত ছেরাতোল- মোস্তাকিম কেতাবের ১০৪-১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পীরে কামেল মুরিদের ছয়টি লতিফাতে আল্লাহ তায়ালার নামের জেকর জারি করিয়া দিবেন, ইহাতে লতিফাগুলি হাতের কবজের (নাড়ীর ন্যায় কম্পিত হইতে থাকিবে, ইহা তাওয়াজ্জোর নিম্ন দরজার আছর। তৎপরে লাএলাহা ইল্লাল্লাহ এই কলেমার জেকর শিক্ষা দিবে, ইহাতে 'লা' শব্দ নাভী হইতে টানিয়া বক্ষের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত পৌছিবে, তথা হইতে কপালের উপর দিয়া মাথার তালু পর্য্যন্ত পৌছিবে, তথা হইতে 'এলাহা' শব্দ টানিয়া ডাহিন স্তনের দুই অঙ্গুলী নিম্নে 'রুহ' লতিফাতে পৌছাইবে, তথা হইতে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ টানিয়া বামস্তনের দুই অঙ্গুলী নিম্নে 'কলব' লতিফার উপর ইশারায় আঘাত করিবে এইরূপ জেকর খেয়ালের সহিত করিবে, ইহাতে শরীরের কম্পন বুঝা যাইবে না। ইহ করিতে করিতে একটি গোলাকার অগ্নির রেখা লতিফার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে দেখিবে।

কখানা কাষ্টের একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া চারিদিকে ঘুরাইলে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ দখা যাইবে। ইহার পরে সুলতানোল আজকার করিতে থাকিবে, ইহাতে সমস্ত শরীর ও লোমকূপ হইতে জেকর বাহির হইতে থাকিবে, সমস্ত শরীরে কম্পন, রোমঞ্চিত ওয়া পীপীলিকার ন্যায় গতি কিম্বা শীতলতা ইত্যাদি বুঝিতে পারিবে। কচিত কোন রিদ দুনইয়ার সমস্ত বস্তর জেকর শুনিতে পাইয়া থাকে, ইহা কারামত। তৎপরে ছরাতোল মোস্তাকিমের ১১০-১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দাএরায় -এমকান, বেলাএতে ছোগরা, বেলাএতে - কোবরা (আকরাবিএত, মহব্বত ও কওছ) বেলাএতে উলইয়া কামালাতে বুয়ত, কামালাতে রেছালাত, কামালাতে উলূল আজম, হকিকতে এবরাহিমি, মুছাবি, মোহাম্মদ, আহমদী মা'বুদিয়তে -ছারফা হকিকতে কোরআন, কা'বাছালাত, হোব্বে রিফার মোরাকাবার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেলাএত- ছোগরাতে ফানার কলব লাভ হয়, ইহাতে দ্বেষ- হিংসা, অহঙ্কার রিয়া বদ নিয়ত বদয় আকিদা, ইত্যাদি দেল হইতে দূর হইয়া যায়। বেলাএতে-কোবরাতে নফছে -আম্মারা ফানা হইয়া যায়, বেগানা স্ত্রীলোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করার আস্খা একেবাররে দূরীভূত হইয়া যায় ও বদ কার্য্যের কামনা একেবারে রহিত হইয়া যায়। উল্লিখিত ফয়েজগুলি যাহার দ্বারা লাভ হয়, তাঁহাকে পীরে-কামেল জানিতে হইবে।

প্রিয় পাঠক, মাওলানা কারামত আলি ছাহেব রফিকোছ-ছালেকিনের ৪০ পৃষ্ঠায় ও হজরত সৈয়দ ছাহেব ছেরাতোল মোস্তাকিমের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে, ব্যক্তি খাঁটি পীর হয়, তাহার অন্তরে দশটি অসৎ স্বভাব থাকিতে পারে না, ইহা ইতিপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে।

আরও মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জাদোত্তাকওয়া ও তাজকিয়াতোন্নেছওয়ান কেতাবে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাদের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, রিয়া ইত্যাদি থাকে, জানিতে হইবে তাহারা প্রকৃত পীর নহেন, বরং ভাল পীর এইরূপ পীরদের নিকট অন্তর পরিস্কার না হইয়া বরং কলুষিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ— সাধারণ লোককে তরিকত ও মারেফাত শিক্ষা দেওয়া জায়েজ হইবে কি না ?

উত্তর ঃ— হাঁ জায়েজ আছে।

হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায় কারামতের ১/২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اور عالم لوگ عوام لوگون کو الله کی معرفت اور اسکی ذات اور ذات کان بیان بقدر ان کسی سمجهه کے بخوبی سناعین تاکه انکا اصل ابمان درست هو جاوے اور وی لوگخود هرطرح کے کفر اور شرک سے محفوظ رهین.

"আলেম লোকেরা সাধারণ লোকদিগকে আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত ও তাঁহার জাত ও ছেফাতের বিবরণ তাহাদের বুদ্ধি পরিমাণ ভালরূপ শুনাইবে, যেন তাহাদের মুল ইমান দোরস্ত হইয়া যায় এবং তাহারা নিজে নিজে কোফর ও শেরক হইতে হেফাজাত থাকে।"

আরও তিনি জখিরায় কারামতের ১/১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اس محمون کے نه سمجگنے کے سبب سے اس ملک کے عوام بلکه خواص بهی اسی معرفت کی خواهش نهیں رکهتے بلکه اس کو فضول جانتے هین که یه معرفت درویشون کے واسطی هے اور یه خبر نهین که یه معرفت مؤمنون کے واسطے هے کسی غفلت کی نیند سے جگانے کیواسطے همنے یه سب بات پهلے کهول کے تب تجلیون کا بیان کیا.

"এই মর্ম্ম না বুঝিবার জন্য এদেশের আমলোকেরা বরং খাস লোকেরাও এই মারেফতের ইচ্ছা রাখেন না, বরং ইহা ফজুল ধারণা করেন, কিম্বা জানেন যে, এই মা'রেফাত দরবেশদিগের জন্য, আর ইহা অবগত নহেন যে, এই মা'রেফাত ইমানদারগণের জন্য, এই অলসতার নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য আমি প্রথম এই সমস্ত কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া পরে তাজাল্লির বর্ণনা করিয়াছি।"

আরও উহার ১/১০৮ পৃষ্ঠা ঃ—

اور مشائخ طریقت کے طریقے مین داخل هونے اور ان کے هاتهه پر بیعت کرنے سے منع کرتے هین اور اس بیعت سے شخت انکار

کوتے ھین.

" আর (খারিজিগণ) তরিকতের পীরগণের তরিকাতে দাখিল হইতে ও তাহাদের হাতে বয়য়ত করিতে নিষেধ করিতে থাকেন এবং এই বয়য়তের উপর কঠিন এনকার করেন।"

আরও ১/৬৬ পৃষ্ঠা ঃ—

بدعتی اور جاهل لوگ تصوف سے نرے ناواقف دعوی درویشی کا کرکے شریعت اورطریقت کے خلاف باتبن کهه کے لوگون کو گمراه کرکے سچے مرشدون سے فیض لینے سے محروم کرتے هین.

"বেদাতি ও জাহেল লোকের তাছওয়ফ হইতে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকিয়া ও দরবেশের দাবি করতঃ শরিয়ত ও তরিকতের খেলাফ কথার দ্বারা লোকদিগকে গোমরাহ করিয়া খাঁটি পীরগণের ফয়েজ লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে।"

আরও ১/৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—

همارے مرشد بهی بی ڈهڈک جوآتا اسکو بیعت کرتے تهے اور هم بهی ایسا هی کرتے هین سو شریعت سے یه بات درست هے.

"আমাদের পীরও যে আসিত বিনা দ্বিধায় তাহাকে বয়য়ত করিতেন এবং আমরাও এইরূপ করিয়া থাকি, ইহা শরিয়তে জায়েজ আছে।"

প্রশ্ন ঃ— ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব নাকি শেজরাতেকলেমা বদলাইয়াছেন। নোয়াখালি মাওলানা হামেদ ছাহেব নাকি তাঁহার উপর কাফেরি ফৎওয়া জারি করিয়াছেন, ইহা কি সত্য না মিথ্যা?

উত্তর ঃ— ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব প্রায় ৫০ বৎসর যাবত বঙ্গ, আসাম ও অন্যান্য স্থানের বহু লক্ষ লোককে মুরিদ করিয়াছেন, যদি তিনি কলেমা বদলাইতেন, তবে মুরিদ করার সময় অবশ্য লোকদিগকে উলটা কলেমা শুনাইতেন। আরও তিনি সহস্র সহস্র লোককে নফি ও এছবাতের জেকের শিক্ষা দিয়া থাকেন। উহা কলেমা-তাইয়েবার জেকর। যদি তিনি কলেমা বদলাইতেন তবে নফি ও এছবাতের জেকরকারি মুরিদেরা নিশ্চয় উহা জানিতে পারিতেন।

শেজরায় লিখিত কলেমা সম্বন্ধে ত্রিপুরার হাজিগঞ্জের মছজিদে ইহার মীমাংসা হইয়াছিল। এই বাহাছে মাওলানা হামেদ ছাহেবের পক্ষে জৌনপুরী মাওলানা আবুল ফারাহ ছাহেব ও চট্ট-গ্রামের মিরেশ্বরী মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব ছিলেন ও ফুরফুরার পক্ষে স্বয়ং ফুরফুরার হজরত ও তাঁহার কয়েকজন খলিফা উপস্থিত ছিলেন। ইহার শালীশ হিন্দুস্তানের জমিয়তে-ওলামার সেক্রেটারী মাওলানা অহমদ ছইদ ছাহেব ছিলেন। ফুরফুরার হজরতের নিজের দস্তখত যুক্ত শেজরা, তাঁহার খলিফা ছুফি ছদরদ্দিন ও ছুফি তোজাম্মেল হোছেন ছাহেবদ্বয়ের ছাপান শেজরা উপস্থিত করা হইয়াছিল, সভাপতি মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব বলিলেন, এই শেজরাগুলির লিখিত কলেমাতে কোন দোষ নাই। তৎপরে জৌনপুরী দল একখানা বেনামী শেজরা পেশ করিলেন, উহাতে কলেমার নক্‌শা বিকৃত ভাবে লেখা ছিল। মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব বলিলেন, এই শেজরাখানা কে ছাপাইয়াছে, তাহা আপনারা স্থির করুন। জৌনপুরী দল বলিলেন, উক্ত শেজরাখানা যে ব্যক্তি লিখিয়াছে ও ছাপাইয়াছে, তাহার নাম উহাতে নাই। তখন মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব বলিলেন, ইহা যখন ফুরফুরার পীর ছাহেবের ছাপান শেজরা নহে, তখন তাঁহার উপর কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া হইল কেন? জৌনপুরী দল নিরুত্তর হইলেন।

তৎপরে উক্ত সভাপতি ছাহেব বলিলেন, আচ্ছা, আপনারা এসম্বন্ধে ফুরফুরার পীর ছাহেবের নিকট কি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিম্বা পত্র লিখিয়া কিছু জানিয়াছিলেন? তাঁহারা বলিলেন না।

তখন সভাপতি ছাহেব বলিলেন, না জানিয়া নাসুনিয়া এইরূপ একজনের উপর ফৎওয়া দেওয়া কি সঙ্গত হইয়াছে? মিরেশ্বরী মাওলানা বলিলেন, ইহা আমাদের ভুল হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ— অন্য লোকের এইরূপ জাল শেজরা ছাপানোর কি আবশ্যক হইয়াছিল?

উত্তর ঃ—উহা যে জাল, তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, উহাতেলেখকের নাম নাই, দ্বিতীয় উহা কলিকাতার ছেতারার হেন্দ প্রেস হইতে ছাপান হইয়াছিল, ইহা অহাবিদের প্রেস। অহাবিরা পাক্কা হানাফী পীর ছাহেবের দলের উপর নারাজ, কাজেই এইরূপ সড়যন্ত্র করিতে রাজি হইয়াছিল। ফুরফুরার হজরতের তরিকত ও মা'রেফাতের জ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়া সহস্র সহস্র আলেম ও উম্মি লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইতেছেন ইহা দেখিয়া হিংসুকেরা অস্থির হইয়া নিজেদের ভাত রুটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করিয়া

কখানা জাল শেজরা ছাপাইয়া একজন নির্দোষ পীরের, বরং তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরিদের পর অন্যায় ভাবে কাফেরি ফৎওয়া দিলেন।

প্রশ্ন ঃ— একজন আহলে- কেবলা মুছলমানকে কাফের বলার দোষ আছে ় না ?

উত্তর ঃ— মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায় কারামতের প্রথম খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় লিকিয়াছেন ঃ—

سوال- جو کمله کهتے هين انکو کافر کهنا درست هے یا نهين

جواب- کسی کلمه گو کو که اهل قبله هين کافر کهنا درست نهين

سوال- اهل قبله کون هين؟

جواب جو کعبے کی تعظیم کرتے هين ضروريات دين کے منکر نهين.

(ছাওয়াল) যে ব্যক্তিরা কলেমা পড়িয়া থাকেন, তাহাদিগকে কাফের বলা জায়েজ হইবে কি না ?

(জওয়াব) যে আহলে-কেবলা কলেমা পড়িয়া থাকেন, তাহাকে কাফের বলা জায়েজ নহে।

(ছাওয়াল) আহলে-কেবলা কাহারা হইবে ?

(জওয়াব) যাহারা কা'বার তা'জিম করিয়া থাকেন, দ্বীনের জরুরি বিষয়গুলির এনকার না করে, তাহারাই আহলে- কেবলা ।

শরহে-মাকাছেদ, ২৬৯ পৃষ্ঠা ঃ—

فی المنتقی عن البی حنیفة انه لم یکفر احدا من اهل القبلة وعلیه اکثر الففهاء.

" মোন্তাকা কেতাবে আবুহানিফা (রঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি কোন আহলে কেবলাকে কাফের বলিয়া অভিহিত করেন নাই, ইহাই অধিকাংশ ফকিহগণের মত।"

শরহে-মাওয়াকেফ , ৭২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

جمهور المتکلمين و الفقهاء علی انه لا یکفر احدمن اهل القبلة.

"অধিকাংশ আকায়েদ তত্ত্ববিদ ও ফকিহগণের মত এই যে, কোন আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাইবে না।"

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায়- কারামতের ২/১১/১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اور ملا علی قاری رحمة الله کی شرع فقه اکبر مین لکھاھے که اگر ایک شخص مین ننانوی وجه کفر کی پاوین اور ایک وجه ایمان کی تواسی ایک وجه کو پکڑ کے اس کو مسلمان کھین گے اور باقی سب وجھون کی تاویل کرینگے۔

আরও মোল্লা আলি কারি (রঃ) এর লিখিত শরহে-ফেক্হ আকবারে আছে, যদি কোন ব্যক্তির মেধ্য ৯৯টি কোফরের লক্ষণ এবং একটি ইমানের লক্ষণ পওয়া যায়, তবে এই একটি লক্ষণ ধরিয়া তাহাকে মুছলমান বলিব এবং অবশিষ্ট সমস্ত লক্ষণের সদর্থ গ্রহণ (তাবিল) করিব।"

শরহে- ফেকহে আকবর ১৯৯ পৃষ্ঠা ঃ—

وقد ذكروا ان المسئلة المتعقة بالكفر اذا كان لها تسع وتسعون احتمالا للكفر واحتمال واحد فی ذفیه فالاولی للمفتی والقاضی ان یعمل بالاحتمال النافی الخطاء فی لان انقاء الف کامر اهون من الخطاء فی افناء مسلم واحد.

নিশ্চয় বিদ্বানগণ উল্লেখ করিয়াছেন, কোফর সংক্রান্ত মছলা এই যে, যদি উহার ৯৯টি কোফরের এহতেমাল থাকে বরং কাফের না হওয়ার একটি এহতেমাল থাকে, তবে মুফতি ও কাজির পক্ষে কাফের না হওয়ার এহতেমালের উপর আমল করা উচিত, কেননা একজন মুছলমানকে নষ্ট করিতে ভুল করা অপেক্ষা সহস্র কাফেরকে বাকি রাখা সমধিক সহজ।"

আলমগিরি ২/৩০৯ পৃষ্ঠা ঃ—

اذا كان فی امسئلة وجوه توجب الكفر وجه واحد يمنع فعلى

المفتی ان یمعیل الی ذلک الوجه کذا فی الخلاصة.

" যদি একটি মছলাতে কোফর সপ্রমাণ করে এইরূপ কয়েকটি এহতেমাল (লক্ষণ থাকে এবং ইসলাম সপ্রমাণ করে এইরূপ একটিলক্ষণ থাকে, তবে মুফতির পক্ষে ইসলামের দিকে ঝুকিয়া পড়া লাজেম। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।"

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায়- কারামতের ২/৮২/৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اور جو لوگ کلمه گو مسلمان کے کافر کهنے سے خوف نهین کرتے هین یا جو لوگ امام اعظمؒ کی شان مین بی ادبی کرتے هین یا جو لوگ مولود کے ان مضامین پر جو معتبر کتابون مین مروی هین طعن کرتے هین یا جو لوگ مولود کو کنهیا کے جنم کی تشبیه دیتے هین(الی) ان سب لوگون کویه شعر سنا دوای ٹکر مارے والے بلند پهاڑ کے تاکه پهاڑ کو زخمی کردے تو اپنے سرپر شفقت اور مهر بانی کر هاڑ پر مهر بانی مت کر یعنی بهاڑ کا کچهه بکڑنے کا نهین تیرا هی سر ٹوٹے گا. ایسا هی شریعت محمدی کی کچهه بکڑنے کیه نهین انهین کا دین و ائمان ٹوٹ جاویگا.

"যাহারা কলেমা পাঠকারি মুছলমানকে কাফের বলিতে ভয় না করে, কিম্বা যাহারা এমাম আজম রহমাতুল্লাহ- আলায়াহের সম্বন্ধে বে-আদবি করে, অথবা যাহারা বিশ্বাসযোগ্য কেতাব সমূহে উল্লিখিত মিলাদ শরিফের মর্ম্মগুলির উপর দোষারোপ করে, বা যাহারা মিলাদকে কৃষ্ণের জন্মের সহিত তুলনা দিয়া থাকে, সেই সমস্ত লোককে এই শ্লোকটী শুনাইয়া দাও।

" হে ব্যক্তি, তুমি উচ্চ পর্ব্বতের উপর টক্কর মারিতেছ, যেহেতু তুমি পর্ব্বতকে জখম করিবে, তুমি নিজের মস্তকের উপর দয়া ও অনুগ্রহ কর, পর্ব্বতের উপর অনুগ্রহ

করিওনা, অর্থাৎ পাহাড়ের কোন ক্ষতি হইবে না, তোমারই মস্তক চুর্ণ হইয়া যাইবে।''

এইরূপ শরিয়তে- মোহাম্মদীর কোন ক্ষতি হইবে না উল্লিখিত লোকদিগের দ্বীন ও ইমান নষ্ট হইয়া যাইবে।''

আলমগিরি, ২/৩০৪/৩০৫ পৃষ্ঠা ঃ—

ولو قال لمسلم اجنبى يا كفر اولاد جنبية يا كافر كانالفقيه ابو بكر الاومش البلخى يقول يكفر هذا القائل وقال غيره من مشائخ بلخ رحمهم اللّٰه تعالء لا يكفر والمختار للفروى فى جلس هذه المسائل ان القائل بمثل هذه المقالات ان كان اراد الشتر ولا يعتقده كافرا لا يكفر وان كان يعتقده كافرا فخلبه بهذا بناء على اعتقاده انه كافر يكفر كذا فى الذخير.

আর যদি কেহ কোন বেগোনাহ মুছলমান পুরুষকে বলে হে কাফের, কিম্বা কোন বেগোনাহ স্ত্রীলোককে বলে, হে কাফের তবে ফকিহ আবুবকর আ'মশ বালখি বলিয়াছেন, সেই কাফের শব্দ প্রয়োগকারি কাফের- হইবে। তাঁহা ব্যতীত বলখের অন্যান্য ফকিহ গণ (রঃ) বলিয়াছেন, কাফের হইবে না। এই প্রকার মছলাসমূহে ফৎওয়ার মনোনীত মত এই যে, যদি এইরূপ শব্দ প্রয়োগকারি গালির ধারণা করে এবং তাহাকে কাফের বলিয়া ধারণা না করে, তবে কাফের হইবে না আর যদি তাহাকে কাফের ধারণা করে এবং কাফের ধারণায় উহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

প্রশ্ন ঃ—ফুরফুরার পীর ছাহেব ব্যতীত অন্য পীর ও আলেমদিগকে কেহ লোকে কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেন নাই?

উত্তর ঃ— ইহা তোমার ভুল ধারণা, দুনইয়ার এমন কোন বোজর্গ নাঈ — যিনি হিংসুকদিগের মুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

নবি (ছাঃ) এর উম্মতের মধ্যে সব চেয়ে বড় দরজা তাঁহার ছাহাবাগণের ছিল, খারিজি ও রাফিজি হিংসুকেরা তাহাদিগকে কাফের বলিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

হজরত বড়পীর ছাহেব 'গুনয়াতোত্তালেবিন' কেতাবের ২১২ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন ঃ—

واما الخوارج يشتهون اصحاب رسول الله ﷺ واصهاره ويتبرون منهم يرمونهم بالكفر والعطائم.

" কিন্তু খারিজিগণ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছাহাবা ও শ্বশুরগণকে গালি দিত, তাঁহাদিগ হইতে নারাজি প্রকাশ করিত এবং তাঁহাদের উপর কোফরের ও বড় বড় দোষের অপবাদ করিত।"

আরও উহার ২১৬— ২১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

ومن ذلك ايضا ادعاهم ان الامة ارتدت بتركهم على الاستة نفروهم على وعمار والمقدادبن الاسواد وسلمان الفارسى ورجلان اخران.

আরও রাফিজিদিগের দাবি এই ছিল যে, ছয়জন (ছাহাবা) আলি, আম্মার, মেকদাদ, বেনেল আছওয়াদ, ছালমান ফাসি আরও দুইজন ব্যতীত সমস্ত উম্মত (ছাহাবা) আলির খেলাফত ত্যাগ করার জন্য মোরতাদ্দ (কাফের) হইয়াছিলেন।"

শরহে -মাওয়াকেফ, ৭৫২ পৃষ্ঠা ঃ—

قال ابو كامل بكفر الصحابة بترك بيعة على و بكفر على بترك طلب الحق.

"আবু কামেল এঈরূপ মত ধারণ করিত যে ছাহাবাগণ (হজরত) আলির নিকট বয়য়ত না করার জন্য এবং (হজরত) আলি (রাঃ) হক তলব না করার জন্য কাফের হইয়াছিলেন।"

আরও ৭৫৭ পৃষ্ঠাঃ—

الخوارج كفر واعثمان واكثر الصهابة. الازارقة قالوا كفرت الصحابة اى عثمان وطلحة وازبير والعايشة وعبد الله عضى الله عنهم وسائر المسلمين معهم.

"খারিজিরা (হজরত) ওছমান ও অধিকাংশ ছাহাবাকে কাফের বলিয়া অভিহিত করিত। আজারেকা বলিয়াছিল, ছাহাবাগণ অর্থাৎ ওছমান, তালহা, জোবাএর, আএশা

ও আবদুল্লাহ (রাঃ) ও তাঁহাদের সঙ্গীয় সমস্ত মুছলমান কাফের হইয়া গিয়াছেন।"

শরহে মাকাছেদ, ২৮৫ পৃষ্ঠা ঃ—

ان غلاتهم زعموا ان المسلمين ارتوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يبق على الاسلام الاودد يسير افل من العشرة.

" নিশ্চয় রাফিজিদিগের মধ্যে 'গালী' সম্প্রদায় দাবী করিয়াছিল যে, নবি (ছাঃ) এর পরে মুছলমানগণ (ছাহাবাগণ) মোরতাদ্দ হইয়া গিয়াছিলেন, অল্প সংখ্যক দশ অপেক্ষা কম (ছাহাবা) ব্যতীত কেহই মুছলমান ছিলেন না

শিয়াদের রওজা কেতাবে ঃ—

كان الناس اهل ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم ثلثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد من الاسواد وابو ذر الغفارى وسلمان الفارسى رحمة الله عليه.

"নবি (ছাঃ) এর পরে তিনজন ব্যতীত লোকেরা (ছাহাবাগণ) মোরতাদ্দ হইয়াছিলেন। আমি বলিলাম কোন্ তিন ব্যক্তি ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, মেকদাদ বেনেল আছওয়াদ, আবুজর গেফারি ও ছালমান ফার্সি (রাঃ)

প্রিয় পাঠকগণ, সমস্ত দুনইয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন আলেমগণ হজরতের ছাহাবাগণকে উম্মতের মধ্যে সব চেয়ে বড় বোজর্গ বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কয়েকজন শিয়া রাফিজি ও খারিজি হিংসুক মৌলবিদিগের কথায় তাহারা কাফের হইতে পারেন না।

আমাদের এমাম আজম আবু হানিফা কুফি (রঃ) এত বড় এমাম ছিলেন যে, দুনইয়ার বার আনা মুছলমান যাহার মজহাব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার প্রতি হিংসুকেরা কি কি অপবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শুনুন।

ছোনানে-দারকুৎনি, ১২৩ পৃষ্ঠা ঃ—

لم يسنده عن موسىٰ بن ابى عايشة غير ابى حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان.

"এই হাদিছটি মুছা বেনে আবি আএশা হইতে আবু হানিফা ও হাছান বেনে

এমারা ব্যতীত কেহই রেওয়াএত করেন নাই, অথচ তাঁহারা উভয়েই জইফ।"

এমাম নাছায়ি 'কেতাবোজ্জোয়াফা'র ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

نعمان بن ثابت ابو حنيفة ليس بالقوى فى الحديث كوفى.

"আবু হানিফা নো'মান বেনে ছাবেত হাদিছে বিশ্বাসভাজন নহেন।"

কেয়ামোল্লএল, ১২৩/১২৪ পৃষ্ঠা ঃ—

قال ابن المبارک کان ابو حنيفة رحمة الله يتيما فى الحديث.

"এবনোল মোবারক বলিয়াছেন , আবু হানিফা (রঃ) হাদিছ সম্বন্ধে এতিম (নিঃসম্বল) ছিলেন;।"

এমাম বোখারি 'তারিকে -ছগিরের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

قال ابو حنيفة قدمت مكة فاخذت من الحجام ثلاث سنن لما رعدت بين يديه قال لى استقبال الكقبة فبدابشق راسى الايمن قال الحميدى فرجل ليس عنده سنن عن رسول الله ﷺ واصحابه فى المناسک وغيرها كيف يقلد احكام الله فه المواريث والفرائض والزكوة و الصلوة وامر الاسلام.

" আবু হানিফা বলিয়াছেন, আমি মক্কা শরিফে উপতিস্থত হইয়া হাজ্জামের (নাপিতের) নিকট তিনটি ছুন্নত শিক্ষা করিলাম, যখন আমি তাহার সম্মুখে বসিলাম, সে আমাকে বলিল, তুমি কা'বার দিকে মুখ করিয়া উপবেশন কর। তৎপরে সে আমার মস্তকের ডাহিন হইতে (কামাইতে) শুরু করিল।

হোমায়দি (বোখারির শিক্ষক) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির নিকট হজ্জ ইত্যাদি সংক্রান্ত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ও তাঁহার ছাহাবাগণের ছুন্নতগুলি নাই, ফারাএজ, জাকাত, নামাজ ও দ্বীনি কার্যকলাপ সংক্রান্ত আল্লাহতায়ালার আহকামে তাঁহার তকলিদ কিরূপে করা যাইবে।"

আরও উক্ত কেতাবে ৭৪ পৃষ্ঠা ঃ—

نعيم بن حماد قال حدثنا الفزارى قال كنت عند سفيان فعى النمان

فقال الحمد الله كان ينقض الاسلام عوة عروة ماولد فى الاسلام اشام منه.

"নইম বেনে হাম্মাদ বলিয়াছেন, ফারাজি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি ছুফইয়ানের (কুফার প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছের) নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় নো'মানের (আবু হানিফার) মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দেওয়া ইহালে, ইহাতে তিনি বলিলেন, আলহামদোলিল্লাহ, তিনি ইছলামকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন। ইছলামে তাঁহা অপেক্ষা সমধিক মনহুছ (কুলক্ষণ বিশিষ্ট) কেহ পয়দা হয় নাই।"

এমাম এবনো-আবদুল বার মোখতাছার-জামেয়োল এলমের ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

سمعت مالكا يقول مازال الامر معدلا حتى نشا ابو حنيفة فاخذ فيهم بالقياس فماق افلح ولا الجمل سمعت مالكا يقول لو خرج ابو حنيفة على هذه الامة بالسيف كان اسير عليهم مما ظهر فيهم يعنى من القياس والراى.

আমি (এমাম) মালেককে বলিতে শুনিয়াছি, ইছলাম সর্ব্বদা সোজা ছিল. এমন কি আবু হানিফা পয়দা হইয়া তাহাদের মধ্যে কেয়াছ প্রকাশ করিলেন, সেই হইতেই ইছলাম জয়যুক্ত ও সফল মনোরথ হইল না।

আমি (এমাম) মালেককে বলিতে শুনিয়াছি, যদি আবু হানিফা এই উম্মতের নিকট তরবারি লইয়া উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি তাহাদের মধ্যে যে কেয়াছ ও রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উহা তাহাদের পক্ষে সমধিক সহজ হইত।"

এবনো- ওয়ায়না বলিয়াছেন ঃ—

عن ابن عينية قال لم يزل امر الكوفة معتدلا حتى نسأ فيهم ابو حنيفة.

'যত দিবস আবু হানিফার কুফাবাসিদিগের মধ্যে প্রকাশ না হইয়াছিলেন তত দিবস তথাকার অবস্থা সরল ছিল।

মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব জখিরায় কারামতের ২/৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

امام ابو حامد غزالی اپنی کتاب منخول میں بشان گرامی امام صاحب کے کیسا کلمہ سخت لکھا ہے وامام ابو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها وجزم فطاقها .

"এমাম আবু হামেদ গাজালি নিজ মনখুল কেতাবে এমাম ছাহেবের সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন কথা লিখিয়াছেন যথা —কিন্তু আবু হানিফা শরিয়াতকে উলটাইয়া উহার বাহির কে ভিতর ও ভিতরকে বাহির করিয়া দিয়াছেন, উহার পথ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন এবং উহার কমরবন্দ কাটিয়া দিয়াছেন।"

এবনো-কোতায়বা দায়নুরি 'মা'রেফ' কেতাবের ২০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

المرجئة ابراهيم التيمى (الى) ابو حنيفة صاحب الرأى ابيوسف محمد بن الحسن .

" (ভ্রান্ত) মরজিয়া দলভুক্ত এবরাহিম তায়মি, ছাহেবেরা আবু হানিফা, আবু ইউছুফ ও মোহাম্মদ বেনেল হাছান ছিলেন।

আরও তিনি উহার ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

احل حرامه ابى حنيفة .

"আবু হানিফা দ্বারা উহার হারাম হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

পাঠক, এমাম মোজতাহেদগণের মধ্যে যিনি বড় এমাম তাঁহার উপর এইরূপ অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে।

আল্লামা বাহরুল উলুম 'মোছাল্লামোছ-ছবুতের, টীকার ৪৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

لابد للمزكى ان يكون عدلا عارفا يا سباب الجرح والتعديل وان يكون منصفا ناصحا لا ان يكون متعصبا ومعجبا بنفسه فانه لا اعتداد بقول المتعصب كما قدح الدار قطنى فى الام الهمام ابى حنيفة

رحى الله عنه بانه ضعيف فى الحديث واى شناعة فوق هذا فانه امام ورى تقى مقى خائف من الله تعالى وله كرامات شهيرة ضباى شىء تطرق اليه الخ.

'চরিত লেখকের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ, দোষগুণের কারনগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ন্যায়বিচারক ও হিতাকাঙ্খী হওয়া জরুরি, পক্ষপাত দোষে দোষান্বিত ও আত্মগরিমায় বিভোর না হওয়া জরুরি, কেননা পক্ষপাত বিশিষ্ট বিদ্বেষ পরায়ণ ব্যক্তির কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না , যেরূপ দারকুৎনি, মহা এমাম আবু হানিফা (রঃ) কে জইফ (অযোগ্য বলিয়া দোষরোপ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সমধিক অহিত কথা আর কি হইবে? কেননা উক্ত এমাম আবু হানিফা এমাম, মহা দরবেশ, পরহেজগার, নির্ম্মল ও খোদাভীরু ছিলেন, তাঁহার অনেক কারামত বিখ্যাত রহিয়াছে। এক্ষেত্রে কি বিষয়ের জন্য তাঁহার মধ্যে দুর্ব্বলতা (অযোগ্যতা) প্রবেশ করিবে? একবার তাঁহারা বলেন, তিনি ফেকহ তত্ত্বে সংলিপ্ত ছিলেন। পাঠক, তুমি ন্যায়ের চক্ষে দর্শন কর, তাঁহাদের এই কথিত বিষয়ে কি দোষ হইতে পারে। বরং ফেকহ তত্ত্ববিদের হাদিছ সমধিক গ্রহণীয়। আবার তাঁহারা বলেন, তিনি হাদিছের এমামগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কেবল তিনি হাম্মাদ (রঃ) এর নিকট যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন, ইহাও বাতীল কথা, কেনো না তিনি এমাম মোহাম্মদ বাকের, আ'মাশ প্রভৃতি বহু এমামের নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছিলেন। আরও হাম্মাদ বিদ্যার আধার ছিলেন, তাঁহার নিকট শিক্ষা করিলে, অন্য কাহারও নিকট শিক্ষা করার আবশ্যক হইত না আর একবার তাঁহারা বলেন, তিনি কেয়াছ ও রায়কারি ছিলেন, হাদিছের প্রতি আমল করিতেন না, এমন কি আবু বকর বেনে আবি শায়বা নিজ কেতাবে তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাও পক্ষপাত মুলক কথা, কেননা উক্ত এমাম মোরছাল হাদিছগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, হজরতের হাদিছ আমার শিরোধার্য্য, তাঁহার ছাহাবাগণের মত আমি ত্যাগ করি না। কোরআনের সাধারণ মর্ম্মবাচক আয়াত ত দুরের কথা, তিনি সাধারণ মর্ম্মবাচক 'আহাদ' হাদিছকেও কেয়াছ দ্বারা খাস করিতেন না।

সত্যকথা এই যে, এই লোকদের অগ্রণী মহা এমামের সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তিদের যে কথাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বিদ্বেষ বশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ভ্রূক্ষেপ করার উপযুক্ত নহে। তাহারা খোদা প্রদত্ত জ্যোতিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন

না। ইহা সরন রাখ স্মস্থির প্রতিজ্ঞ হও।

এই শ্রেণীর লোকদের এইরূপ অহিত কার্য্যে ব্রতী হওয়ার কারণ এই যে, ইহারা বিকৃত মস্তিষ্ক। (বিবেক রহিত) ছিলেন, এজন্য হাদিছের শব্দগুলির জাহেরী ভাবে সেবা করিতেন, যে নিগূঢ় মর্ম্মগুলি মধ্যম শ্রেণীর বিদ্বানগণের জ্ঞানের অগোচর তৎসমস্ত তদূরের কথা, গুপ্ত মর্ম্মগুলি বুঝিতে তাহারা চেষ্টাবান হন না আর এই প্রবীণ এমাম খোদা তায়ালার অনুগ্রহে অনুপ্রাণিত হইয়া মর্ম্ম-সাগর মন্থন করিয়া এরূপ গভীর তলদেশ হইতে মুক্তারাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্ত অন্য কোন লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই। এই অপবাদক দল নিজেদের বুদ্ধির ত্রুটি হেতু উক্ত এমাম যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া বন্য জন্তুর ন্যায় তাঁহার মত হইতে দূরে গমণ করেন, অন্যায় ধারনা পোষন এবং উক্ত এমাম হাদিছের খেলাফ করিয়াছে বলিয়া হুকুম দিয়া থাকেন এবং এজন্য তাহারা মিশ্রিত মূর্খতায় পতিত হইয়া থাকেন। এমাম বদরুদ্দিন আয়নি 'ছহিহ বোখারির টীকার ৩/৬৬/৬৭ পৃষ্ঠায় ও হেদায়ার টিকার ১/৭০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

" যদি দারকুৎনি আদব ও লজ্জা করিতেন, তবে (এমাম) আবু হানিফার সম্বন্ধে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেন না, কেননা উক্ত এমাম এরূপ এমাম ছিলেন যে, নিজের এলম দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ পূর্ণ করিয়াছিলেন। যে সময় এবনো মইনকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, আবু হানিফা বিশ্বাসভাজন, আমানতদার ছিলেন, আমি কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত এমামকে জইফ বলিতে শুনি নাই। এই শো'বা বেনেল হাজ্জাজ তাঁহাকে হাদিছ প্রচার করিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, আর শো'বাত অদ্বিতীয় ছিলেন। আরও তিনি বলিয়াছেন, আবু হানিফা বিশ্বাস ভাজন, দ্বীনদার ও সত্যবাদী ছিলেন। তাহার উপর মিথ্যা বলার দোষারোপ কেহ করে নাই। তিনি আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের সম্বন্ধে আমানাতদার ও হাদিছে মহা সত্যবাদী ছিলেন। আবদুল্লাহ বেনে মোবারক তাঁহার শিষ্য, ছুফইয়ান বেনে ওয়ানা, ছুফইয়ান ছওরি, হাম্মাদ বেনে জয়েদ, আবদুর রাজ্জাক, অকি, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ প্রভৃতি এমামগনের ন্যায় একদল বড় বড় এমাম, এতদ্ভিন্ন আরও বহু সংখ্যক বিদ্বান্ উক্ত এমাম আবু হানিফার সুখ্যাতি করিয়াছে, ইহাতেই দারকুৎনির অযথা দোষারোপ ও বাতীল বিদ্বেষভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সমস্ত এমামের হিসাবে তাঁহার এমন কোন পদমর্য্যাদ নাই যে, এরূপ একজন এমামের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন— যিনি দ্বীন, পরহেজগারি ও এলম সম্বন্ধে উল্লিখিত এমামগণের অগ্রণী ছিলেন। ইনি

উক্ত এমামকে জইফ বলায় নিজেই জইফ হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছেন।

এমাম বোখারি তারিখে ছগির কেতাবের ১৭২ পৃষ্ঠায় নইম বেনে হাম্মাদের যে ছুরইয়ান ছওফির গল্পটি উল্লেখ করিয়াছেন, উহা জাল কথা। এমাম জাহাবি 'মিজানোল-এ'তোলের ৩/২৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আজদি বলিয়াছেন, নইম (বেনে হাম্মাদ), (এমাম আবু হানিফা) নো'মানের অপবাদের জন্য বাতীল গল্প সমূহ প্রস্তুত করিত, তৎসমস্তই মিথ্যা। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, উহা প্রকৃত পক্ষে এমাম ছুফইয়ান ছওরির কথা নহে বরং প্রবঞ্চক নইম বেনে হাম্মাদের জাল গল্প।

এমাম এবনো - আবদুল বার ' মোখতাছার - জামেয়োল এমলমে'র ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"ছুফইয়ান ছওরি এমাম আজমের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

"আল্লামা এবনো হাজার 'কালয়েদে ইকইয়াল' কেতাবে লিখিয়াছেন ঃ— ছুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন, আমরা (এমাম) আবু হানিফার নিকট এরূপ অবস্থায় থাকিতাম, যেরূপ চড়ুই পক্ষী বাজ পক্ষীর নিকট থাকে এবং নিশ্চই আবু হানিফা আলেম কুলের শিরোভুষণ।"

খতিব তারিখে বাগদাদিতে লিখিয়াছেন, ছুফইয়ান ছওরি এমাম আবু হানিফাকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ফকিহ বলিয়াছেন।

`এমাম আবদুল অহহাব শা'রাণি মিজানে-শায়ারাণিতে লিখিয়াছেন, ছুফইয়ান ছওরি, এমাম আবু হানিফার হস্ত ও উরূ চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আলেমকুলের নেতা বলিয়াছেন।

এমাম নাবাবী, 'তাহজিবোল - আছমা'তে লিখিয়াছেন, ছুফইয়ান ছওরি এমাম আজমের সম্মানের জন্য দণ্ডয়মান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাতে আদবের সহিত বসিয়াছিলেন। ইনি কি তাঁহার উপর উক্ত দোষারোপ করিতে পারেন ?

এমাম নাছায়ির জন্ম ২১৫ হিজরীতে ও মৃত্যু ৩০৩ হিজরীতে হইয়াছে। এমাম আজম ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। এমাম আজমের সমসাময়িক কেহ তাঁহাকে জইফ বলেন নাই, এমাম নাছায়ি কিরূপে তাঁহার জইফ হওয়ার কথা জানিলেন ? ইহা তাঁহার হিংসা মূলক কথা যেরূপ তিনি বিদ্বেষবশত মিশরবাসী আবু জা'ফর আহমদ বেনে ছালেহকে জইফ (অযোগ্য) বলিয়া নিজেই লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তদরিবোর রাবি ২৬২ পৃষ্ঠা, মিজানোল এ'তেদাল, ১৪৯ পৃষ্ঠা ও

বাকাতে কোবরা, ১/ ৪৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম মালেক এমাম আবু হানিফার সহিত সাক্ষাৎ না করা পর্য্যন্ত লোকের মুখে শুনিয়া তাহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ অন্তে তাঁহার অবস্থা অবগত হইয়া তাহার সুখ্যাতি ও সম্মান করিয়াছেন, বরং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এবনো-খাল্লেকান তারিখে-খতিব-বাগদাদী' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম শাফেয়ী, এমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি এমাম আবু হানিফা (রঃ) কে দেখিয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে, যদি তিনি এই স্তম্ভের সমম্বন্ধে উহাকে স্বর্ণময় করিতে বাদানুবাদ করিতেন তবে তিনি উহার প্রমাণ পেশ করিতে পারিতেন।"

মানাকেবে মোয়াফ্ফেক ২/৩৩ পৃষ্ঠাঃ—

মোহাম্মদ বেনে এছমাইল বলিয়াছেন, আমি এমাম মালেককে এমাম আবু হানিফার হস্তধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়াছি। যে সময়ে উভয়ে মছজেদে উপস্থিত হইলেন, তিনি (এমাম) আবু হানিফাকে অগ্রে করিয়া চলিলেন।

এমাম মালেক যদিও প্রকাশ না করিতেন, তথায় অনেক সময় এমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন এবং উহার অনুসন্ধান লইতেন। এমাম জরকানি মোয়াত্তার টিকার ৫ পৃষ্ঠায় এমাম আবু হানিফাকে এমাম মালেকের শিক্ষক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনো ওয়ানার অবস্থা ঠিক ঐরূপ জানিতে হইবে। এবনো খাল্লেকান, ১/২১০ পৃষ্ঠাঃ—

"ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না (রঃ) বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা প্রথমেই আমাকে মোহাদ্দেছ বলিয়াছিলেন।

তহজি-বোল আছমা, ৬৯৮ পৃষ্ঠা :—

ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, আমার চক্ষু (এমাম) আবু হানিফার তুল্য দর্শন করে নাই।"

মানাকেবে মোয়াফ্ফেক ২/৬৪ পৃষ্ঠা :—

তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফেক্হতত্বের ইচ্ছা করে, তাহাকে কুফায় গমণ করা ও এমাম অবু হানিফার শিষ্যগণের সঙ্গলাভ করা আবশ্যক।

আল্লামা এবনে হাজার হায়ছামি খওরাতোল -হেছানের ৪/১৬ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন ঃ—

মনছুল কেতাবে এমাম আজমের দোষারোপের কথা লিখিত আছেঃ উহা হোজ্জাতল ইছলাম গাজ্জালীর কেতাব নহে, উহা ভ্রান্ত মো'তাজেলা মহমুদ গাজ্জালীর কেতাব ইনি একজন অপরিচিত লোক। আর ইহাও বিশেষ সম্ভব যে, কোন জিন্দিক কাফের জাল করিয়া ইহা লিখিয়া তাহার মিথ্যা অপবাদগুলি জনসমাজে প্রচার করার মানসে একজন প্রবীন এমাম হোজ্জাতোল ইছলাম গাজ্জালীর নামে প্রকাশ করিয়াছে। খোদা এজন্য তাহাকে ভ্রান্ত ও বধির করিয়াছেন। এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য আলেম, এমাম মোজতাহেদগণ একবাক্যে যে উক্ত এমাম আজমের সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত কেতাবের লিখিত বিষয়গুলি বাতীল প্রমাণ করা এবং উহার রচককে জাল ছাজ মিথ্যাবদী বলিয়া প্রকাশ করা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে ওয়াজেব। মিজানোল-এ'তেদালের ২/৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাকেম বলিয়াছেন উম্মতের এজমা হইয়াছে যে এবনো কোতয়াবা বড় মিথ্যাবাদী জি[illegible] দাকুৎনি বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি (গোমরাহ) কার্রামিয়া দলের মত ধারণ করিত।

পাঠক, এই বেদয়াতি দল ছুন্নত -অল জামায়েতের চির শত্রু ইহারা অন্যায়ভাবে তাঁহাদের উপর কলঙ্কারোপ করিয়া থাকে।
এই শ্রেণীর লোকের কথা একেবারে অগ্রহ্য।

এমাম জাহাবী মিজানুল এ'তেদালের ৩/১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ— ছোলায়মানি, এমাম মেছয়ার হাম্মদ বেনে আবি ছোলায়মান, নো'মান (এমাম আবু হানিফা) প্রভৃতি (এমাম গণকে) যে মরজিয়া বলিয়াছেন, তাহার এই কথা অগ্রহ্যা।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ২/১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"আবুল-ফজল ছোলায়মানি নিম্নোক্ত মোহাদ্দেছগণকে শিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে— আ'মাশ, নোমান বেনে ছাবেত (এমাম আবু হানিফা), শোবা, আবদুর রাজ্জাক, ওবায়দুল্লাহ বেনে মুছা ও এবনো-আবিহাতেম, ইহা তিনি অতি মন্দ কার্য্য করিয়াছেন।"

হাফেজ এবনো আবদুল বার মোখতাছার জামেয়োল এলম কেতাবের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"লোকে এমাম আবু হানিফার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত, তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু নাই তাঁহার উপর সেই কথা আরোপ করা হইত এবং তাঁহার পক্ষে যাহা সঙ্গত নহে এঈরূপ বিষয়ের মিথ্যা দোষারোপ তাঁহার উপর করা হইত।

মেনালঅন্নেহাল কেতাবের ১৮৮/১৮৯ পৃষ্ঠায় শরহে মাওয়াকেফের ৭৬০ পৃষ্ঠায় ও খয়রাতোল - হেছানের ৬৬/৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

গাছ্ছান এই মতটি এমাম আবু হানিফার মত বলিয়া প্রকাশ করিত এবং তাহাকে মরজিয়া বলিয়া গণ্য করিত, ইহা তাঁহার উপর মিথ্যা অপবাদ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এমাম আজম কদরিয়া ও মো'তাজেলা দলের বিরুদ্ধমত ধারণ করিতেন, আর এই কাদরিয়া, মো'তাজেলা ও খারিজি দল তাহাদের বিরুদ্ধাবাদি (ছুন্নত অল- জামায়াত) কে মরজিয়া বলিত, এই নাম তাহাদের মনগড়া কথা।

তারিখে –বগদাদীতে আছে, এমাম আবু হানিফাকে দুইবার কাফেরি হইতে তওবা করান হইয়াছিল। ইহা যে বাতীল কথা, ইহার প্রমাণ দাফেয়োল মোফছেদিনের ১৩—১৯ পৃষ্ঠায় ও কামেয়োল মোবতাদেয়িনের ১/৭৫— ৯০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বেনে মোবারক যে এমাম আজমকে হাদিছে নিঃসম্বল বলিয়াছেন, ইহাও বাতীল কথা ইহার অসারতা কামেয়োল মোবতাদেয়িনের ২/৪৬—৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

মোহাম্মদ বেনেনছর মরুজি যে কেয়ামোল্লাএল কেতাব লিখিয়াছেন, এমাম আহমদের মতে তিনি জাহমিয়া মাতবলম্বী ছিলেন। তাঁহার কথায় এমাম আজম দূষিত সাব্যস্ত হইতে পারেন না।

হোমায়দীর কথার অসারতা দাফেয়েল মোফছেদিনের ২০— ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে আসুন, এমাম আজমের প্রধান দুই শিষ্যের উপর যে অযথা অপবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহার বিবরণ শুনুন,—

কেয়ামোল্লাএলের ১২৩ পৃষ্ঠায় আছে, এমাম আহমদ বলেন, এমাম আবু হানিফার শিষ্যগণের হাদিছের কোন বিষয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নাই।

এমাম বোখারি কেতাবোজ্জোয়াফার ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

এহইয়া ও আবদুর রহমান বেনে মাহদী এমাম আবু ইউছফকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মিজানোল এ'তেদাল, ২/৬১২ পৃষ্ঠা :—

"ফাল্লাছ বলেন, আবু ইউছোফ বহু ভ্রম করিয়াছেন।"

লেছানোল মিজানে আছে আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, আবু ইউছোফ

হাদিছ রেওয়াএতের অযোগ্য।

তারিখে খতিবে বগদাদী ২/১৭০ পৃষ্ঠা ঃ—

আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, বেচারা আবু ইউছফের এলম ‌ ‌ ‌র পক্ষে ফলোদয় হইল না।

উপরোক্ত দাবিগুলির অসারতা কামেয়োল- মোবাতাদেয়িন ‌ ‌কতাবের ২/৫৭— ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মিজানোল এ'তেদাল, ২/৩৬৪ পৃষ্ঠা ঃ—

"নাছায়ি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এমাম মোহম্মদকে স্মৃতি শক্তিতে অযোগ্য বলিয়াছেন।

লেছানোল মিজান, ৫/১২২ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম আহমদ, আবু জোরয়া রাজি এহইয়া বেনে মইন, শরিফ, জিকরিয় ছাজি, এমাম আবু ইউছোফ, এবনো আদী, ফাল্লাছ ও কায়লি তাঁহাদের কেহ কেহ এমাম মোহম্মদ বেনে হাছানকে (ভ্রান্ত) জাহমিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে মরজিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে অযোগ্য এবং কেহ কেহ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

উপরোক্ত দাবিগুলির বাতীল হওয়া কামেয়োল মোবতাদেইন কেতাবের ৩/৯০— ১০১ পৃষ্ঠা ঃ সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

তাজকেরাতোল হোফ্যাজ, ৪/৬৯ পৃষ্ঠা ঃ—

" আবু আমের এমাম মালেককে অত্যাচারি ও উৎপীড়ক বলিয়াছিলেন।"

মোখতাছার জামেয়োল এলম ২০১/২০২ পৃষ্ঠা ঃ—

এবনো আবি জেয়েব, এবরাহিম বেনে ছা'দ আবদুল আজিজ আবদুর রহমান বেনে জয়েদ, এবনো -আবি ইয়াহইয়া ছা'দ বেনে এবরাহিম ও শাফেয়ি এমাম মালেকের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন।

তহজিবোত্তহজিব, ১১/২৮৭ পৃষ্ঠা, মোখতাছার জামেয়োলএলম্ ১৯৩ পৃষ্ঠা ঃ

এহইয়া মইন এমাম শাফেয়িকে হাদিছে অযোগ্য বলিয়াছিলেন।

এবনো-খাল্লেকান, ১/ ৪৪৭ পৃষ্ঠা ঃ—

" এহইয়া, আহমদ বেনে হাম্বলকে এমাম শাফেয়ির নিকট যাইতে নিষেধ করিতেন।

তাবাকাতে কোবরায় শাফেয়িয়া, ১/১৯৩ পৃষ্ঠা ঃ—

" ভ্রান্ত মোজাছ্ছেমা দল এমাম আহমদকে মোজাছ্ছেমা বলিয়া অভিহিত করিত।"

তাবাকাতে - কোবারায় শায়ারানিয়া, ২১১ পৃষ্ঠা ঃ—

এবনো - আবুদাউদ উক্ত এমাম আহমদ বেনে হাম্বলকে ভ্রান্ত ভ্রান্তকারি ও বেদয়াতি বলিয়াছিলেন।

তাবাকাতে -কোবরায় শাফেয়ি ১/২৫ পৃষ্ঠা ঃ—

আবু আলি কারাবাছি এমাম আহমদের উপর দোষারোপ করিতেন।

উপরোক্ত এমামগণ সকলেই নির্দোষ ছিলেন, দোষারোপ কারিগণ অজ্ঞতাভাবে বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহাদের উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছেন।

মোহাদ্দেছগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেছ এমাম বোখারি ছাহেবের উপর কি দোষরোপ হইয়াছে তাহাও শুনুন।

তহজিবোত্তজিব, ৯/৫৪ ও এবনো খাল্লেকান, ২৯১ পৃষ্ঠা ঃ—

"এমাম এবনে আবি হাতেম ও আবু জোরয়া, এমাম বোখারিকে বেদয়াতি জাহমিয়া ধারণা করিয়া তাঁহার হাদিছ ত্যাগ করিয়াছিলেন। বোখারা, নায়ছাপুর ও খোরাছানের বিদ্বানগণ উক্ত এমাম বোখারির হাদিছ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাবাকাতে কোবরা, ২/১১/১২ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম মোহাম্মদ বেনে এহইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এমাম বোখারি জাহমিয়া হইয়া গিয়াছেন, কেহ তাঁহার হাদিছ গ্রহণ করিও না

মোকাদ্দমায় ফৎহোল -বারি, ৫৭৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম মোছলেম এমাম বোখারির হাদিছ নিজ কেতাবে বর্ণনা করেন নাই।'

তাজকেরাতোল -হোফ্যাজ , ৩/১১১ পৃষ্ঠা ঃ—

"এমাম মোছলেমের উপর জাহমিয়া হওয়ার দোষরোপ করা হইয়াছে।'

বোস্তানোল -মোহাদ্দেছিন ১১১ পৃষ্ঠা ঃ—

"লোকে এমাম নাছায়িকে শিয়া দোষে দোষান্বিত স্থির করিয়া পদাঘাত করিয়াছিলেন।"

আমি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত মোহাদ্দেছ গণের উপর কেবল যথা অপবাদ করা হইয়াছে এক্ষণে পীরগণের আলোচনা করা যাউক।

শেখ জামালদ্দিন কাছেমি দেমাশকি কেতাবোল-জারাহ অত্তাদিলের ৩৬ পৃষ্ঠা

লিখিয়াছেন ঃ—

وقد عد الشعرانی من الاعلام الذین اکفرهم الجامدون المتعصبون ما یقرب من الثلاسین فمنهم القاضی عیاض اتهموه بانة یهودی ومنهم الغزالی کفر قضاة المغرب واحرقوا کتبه ومنهم القاج السبکی رموه بالکفر مرارا وسجن ارضعة اشهر وکل هذا کان یزعم الموصیین.

'হিংসুক স্বার্থপর লোকেরা যে সমস্ত আলেমকে কাফের বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, (এমাম) শায়রাণি তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কাজি এয়াজ একজন, লোকেরা তাঁহাকে য়িহুদী বলিয়া অপবাদ দিয়াছিল। তন্মধ্যে এমাম গাজ্জালি একজন মগরেবের কাজিগণ তাঁহাকে কাফের বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার কেতাবগুলি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাজদ্দিন ছুবকি, লোকেরা কয়েকবার, তাঁহার উপর কোফরের অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে চারি মাস কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, এই সমস্ত হিংসুকদিগের কল্পনার কথা ।"

রদ্দোল-মোহতার, ৩/৪৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

ان الغقیه اکعالم العلاد عز الدین بنعبد السلام کا یطعن فی ابن عربی ویقول هو زندیق.

রদ্দোল-মোহতার, ৩/৪৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

" নিশ্চয় ফকিহ আল্লামা এজোদ্দিন বেনে আবদুছ ছালাম, (মহউদ্দিন) এবনো আরাবির নিন্দাবাদ করিতেন এবং বলিতেন যে তিনি বড় কাফের।"

দোরেরাল মোখতার ২/১১০ পৃষ্ঠা ঃ—

فی المعروضات المزبورة ما معناه من قال عن خصوص الحکم للشیخ محی الدینالعربی انه خارج عن الشریعة وصنفه لا ضلال الخلق ومن طالعه ملحد ماذا یلزمه اجاب نعم فیه کلمات تبین الریعة وتکلف بعض المحققین لارجاعها الی الشریعة لکن تیقنا ان

بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس سره.

"মারুজাতে - আবু ছউদে আছে, যে ব্যক্তি শেখ মহিউদ্দিন আরাবির ফোছুছোল হেকামের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় উহা শরিয়ত হইতে খারিজ, তিনি উহা লোকদিগকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি উক্ত কেতাব পড়িবে, সে কাফের হইবে। এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি ফৎওয়া হইবে।

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, হাঁ, উহাতে শরিয়তের বিপরীত কতকগুলি কথা আছে। কোন সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান উক্ত কথাগুলি শরিয়াতের মোয়াফেক বানাইবার ছেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে কোন য়িহুদী উক্ত পীর ছাহেবের কেতাবে উক্ত কথাগুলি জাল করিয়া লিখিয়া দিয়াছে।"

শামি, ৩/৪৫৪ পৃষ্ঠা ঃ—

كما وقع للعارف الشعرانى انه افترى عليه بعض الحساد فى بعض كتبه اشياء مكفرة واشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره واخرج لهم مسودة كتابه التى عليها خطوط العلماء فذا هى خالية عما افترى عليه هذا.

এইরূপ পীর শায়ারাণি সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল, নিশ্চয় কোন হিংসুক তাহার কোন কেতাবে কাফেরি -মূলক কতকগুলি কথা জাল করিয়া লিখিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে তাহা প্রচার করিয়াছিল, এমন কি তিনি তাঁহার জামানার আলেমগণের নিকট সমবেত হইয়া নিজের কেতাবের মহাবেদাখানি বাহির করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে আলেমগণের দস্তখত ছিল, উক্ত মশাবেদাতে উক্ত জাল করা কথাগুলি ছিলনা।"

শরাহ মোছাল্লামুছ- ছবুত, ৮৪১ পৃষ্ঠা ঃ—

ومثل هذا الطعن ما طعن به الشيخ ابن الجوزى على قطب الاقطاب قدمه على رقاب كل ولى الله محى الملة والدين ابن رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم فى النسب والحسب سيدى وسيد هذه الامة السيد عبد القادر الجيلانى اوصله فى اعلى الجنان

وبوا في جواره وقع هذا الجاعن بهذا الطعن فى مهلكة عظيمة ويقال انه كان يكاد ان يسلب ايمانة فعصمه الله رعالى بدعوة هذا القطب

শেখ এবনোল-জওজি, যাহার কদম প্রত্যেক অলিউল্লাহার গ্রীবা দেশে আছে, যিনি নছব ও হছবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সন্তান আমার সৈয়দ এবং এই উম্মতের সৈয়দ সেই কোতবোল আকতাব মহইয়ায়োন- মে লাতেত অদ্দীন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানির উপর উক্ত প্রকার দোষারোপ করিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে উচ্চ বেহেশতে দাখিল করুন এবং আমদিগকে তাহার নিকটে স্থান দান করুন। এই দোষারোপকারি এই দোষারোপের জন্য মস্ত বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, কথিত আছে উহা এই যে, তাঁহার ইমান নষ্ট প্রায় হইয়াছিল, তৎপরে আল্লাহতায়ালা এই কোতাবের দোয়াতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাশ্‌তাত কেতাবের হাশিয়াতে লিখিত আছে, মাওলানা আব্দুল হক দেহলবী ছাহেব হজরত এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দি ছাহেবের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন, পরে তিনি প্রকৃত কথা অবগত হইয়া রুজু করিয়াছিলেন।

হায়াতে - অলি ২৩১ পৃষ্ঠা ঃ—

ایک فاضل همعصر جناب شاه صاحب کے سفر عرب کا سبب بیان هین (الی) اور علاوه کفر کے فروی دینے کے شاه ولی الله صاحب کے جانی دشمن هو گئے.

"একজন সমসাময়িক আলেম জনাব শাহ (অলিউল্লাহ) ছাহেবের আরবে ছফর করার কারণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, যখন উক্ত শাহ ছাহেব ফার্সি ভাষাতে কোরআন শরিফের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহার প্রচার হইয়া গেল তখন কাট মোল্লা দলের মধ্যে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা ইহা বুঝিয়াছিল যে, আমাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, এক্ষণে নিরক্ষরেরা আর আমাদের অনুগত হইবেনা এবং তাহারা প্রত্যেক কথাতে তর্ক বাহাছ করিতে প্রস্তুত হইবে। এই ধারণা তাহাদের অন্তরে এক অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। শাহ ছাহেবের উপর কাফেরি ফৎওয়া

দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রাণের শত্রু হইয়া গেল।"

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায় কারামতের ১/ ১৮/১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

هندوستان کے دنیادارون اور بدعتیون سے وہ برے علما جاملے اور بدعت کے منع کرنے والون سید صہب کے وزیرون اور معاونون کو وہابی کہنا شروع کیا انبرے علما کے دھوکھا دینے کے سبب سے دنیا دارون اور جاھلون نے بلاتحقیق کے سید صاحب کے گروہ کو وھابی کہنا شروع کیا.

" হিন্দুস্তানের দুনইয়াদার ও বেদয়াতিদিগের সহিত মন্দ আলেমগণ মিলিয়া গেলেন এবং সৈয়দ (আহমদ বেরেলবি ছাহেবের) বেদয়াত রদকারী উজির ও সহাতাকারিগণকে অহাবী বলিতে শুরু করিলেন। উক্ত মন্দ আলেমগণের ধোকা দেওয়াতে দুনইয়াদার ও নিরক্ষর দল বিনা তদন্ত সৈয়দ ছাহেবের দলকে অহাবী বলা শুরু করিয়া দিল।"

জখিরায় কারামত, ২/২৩৯ পৃষ্ঠা ঃ—

اسنے ایک اشتہار مین مولانا ممدوح کو مذھب منکر اور حنفی مذھب سے خارج لکھا تھا. اور دوسرے اشتہار مین لکھا تھا کہ فلانا کافر ھے.

"সে (মৌলবী মোখলেছোর রহমান চট্টগ্রামী) একখানা বিজ্ঞাপনে প্রশংসিত মাওলানা (কারামত আলি ছাহেব) কে মজহাবের মনকের ও হানাফী মজহাব হইতে খারিজ বলিয়া লিখিয়াছিল। অন্য বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিল যে, অমুক ব্যক্তি (অর্থাৎ মাওলানা কারামত আলি ছাহেব) কাফের।"

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব নুরোন- আলা নুর' কেতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

لوگون کو تعلیم کرنا چند روز چھپے چھپے شروع کیا جب انکی

جماعت کسیقدر بھاری ھوئی تب کھا گئے اور ھم لوگون کے
پیچھے نماز پڑھنا ترک کیا۔

'(উক্ত মন্দ আলেমগণ) কিছু দিবস গোপনে গোপনে লোক দিগকে শিক্ষা দেওয়া শুরু করিল, যখন তাহাদের দল কিছু প্রবল হইয়া পড়িল, তখন প্রকাশ হইয়া গেল এবং আমাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া ত্যাগ করিল।"

উক্ত নুরোন-আলা নুর ২১ পৃষ্ঠা ঃ—

اس نے حضرت مرشد برحق کے طریقه والون کو کھلا کھلی کافر
کھنا شروع کیا۔

(চট্টগ্রামী) ব্যক্তি হজরত মোর্শেদ বরহকের তরিকা অবলম্বিগণকে প্রকাশ্য ভাবে কাফের বলা শুরু করিল।"

আরও হিন্দুস্তানের কেহ কেহ মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ও মাওলানা আশরাফ আলি থানাবীকেও কাফের বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছিলেন।

উক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, দুনইয়ার কোন বোজর্গ হিংসুকদিগের অযথা দোষারোপ হইতে নিষ্কৃতি করেন নাই। সুতরাং ফুরফুরার হজরত কি করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবেন?

এমাম এবনো-হাজার আস্কলানী লেছানোল - মিজান গ্রন্থের ১/২০১/২০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ঃ—

সমসাময়িক একজনের কথা অন্যের সম্বন্ধে বিশেতঃ যখন তোমার নিকট উহা শত্রুতা মজহাবি (বিদ্বেষ) ও হিংসার জন্য বলিয়া প্রকাশিত হয়, অগ্রাহ্য হইবে। খোদাত্তায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়ছেন, তদ্ব্যতীত কেহ (উক্ত শত্রুতা, মজহাবি বিদ্বেষ ও হিংসা হইতে) নিষ্কৃতি পায় নাই। নবিগণ ও ছিদ্দিকগণ ব্যতীত কোন কালের লোক যে উক্ত বিষয় হইতে পরিত্রান পাইয়াছে, ইহা আমি অবগত নহি।

এমাম ছুবকি 'তাবাকাতে -কোবরার ১/ ৪৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"তুমি সাবধান! সাবধান! এইরূপ ধারণা হইতে বিরত থাক, বরং আমাদের নিকট সত্য মত এই যে যাহার এমামত ও পরহেজগারি প্রমাণিত হইয়াছে, যাহার প্রশংসাকরী ও সুযশঃ প্রচারকগণের সংখ্যা অধিক ও নিন্দুকের সংখ্যা কম, এবং তথায় এরূপ প্রমাণ থাকে যাহাতে বুঝা যায় যে তাঁহার নিন্দনীয় হওয়ার কারণ মজহাবী বা

অন্য কোন বিদ্বেষ হয়, তবে নিশ্চয় আমরা তাঁহার নিন্দাবাদের দিক ভ্রুক্ষেপ করিনা, এবং তাহার সম্বন্ধে ধর্ম্মপরায়ণতা অনুযায়ী কাজ করি, অন্যথায় যদি আমরা এই দ্বার উদঘাটন করি, কিম্বা সর্ব্বোতভাবে নিন্দাবাদকে অগ্রগণ্য বলিয়া গ্রহণ করি, তবে কোন এমাম আমাদের নিকট পরিত্রাণ পরইবেন না ঃ—

এমাম এবনো - আবদুল বার' মোখতাছার জামেয়োল -এলম কেতাবের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

" (হজরত) এবনো - আব্বাছ বলিয়াছেন, তোমরা আলেমগণের এলম শ্রবণ কর এবং একেরঅন্যের নিন্দাবাদের কথা বিশ্বাস করিও না, যাহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার সপথ পুং-ছাগ তাহার দলের মধ্যে যেরূপ বিদ্বেস ভাব পোষণ করিয়া থাকে, নিশ্চয় বিদ্বানগণ তদপেক্ষা সমধিক বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া থাকেন।"

এক্ষণে আমার অনুরোধ কেহ যেন অযথা ভাবে পীর বোজর্গ দিগের উপর দোষারোপ করতঃ খোদার গজবে গ্রেফতার না হয়।

সমাপ্ত